গাজায় অভিযানের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে জর্দান, ইরাকে বিক্ষোভ

সারে-জমিন

ফুটি মসজিদ সংস্কার করবে মুর্শিদাবাদ পুরসভা

রূপসী বাংলা

সম্রাট হুমায়ুনের নির্বাসিত জীবনের সমাপ্তি

সম্পাদকীয়

মহানবী সা.-এর ভাষায় নিকৃষ্ট মানুষের পরিচয়

রবি-আসর

আবার হার, কোনওভাবেই অন্ধকার কাটছে না মহামেডানে

খেলতে খেলতে

আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবিবার
৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫
২৬ মাঘ ১৪৩১
১০ শাবান ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 20 ■ Issue: 39 ■ Daily APONZONE ■ 9 February 2025 ■ Sunday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

আন্তর্জাতিক ক্বেরাত সম্মেলনে হাজির মালয়েশিয়ার ক্বারীও

দেশের শান্তি, সম্প্রীতি বজায় রাখার ডাক ক্বেরাত সম্মেলনে

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: পবিত্র কুরআনকে সামনে রেখে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে সম্প্রীতির বার্তা দিল অল বেঙ্গল ইমাম-মুয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড চ্যারিটেবল ট্রাস্ট। ওই সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে কলকাতা পার্ক সার্কাস ময়দানে শনিবার আন্তর্জাতিক ক্বেরাত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলন থেকে একদিকে যেমন বিশ্ব বরেন্য ক্বারীরা সুমধুর কণ্ঠে কোরআন তেলাওয়াত করেন, অন্যদিকে বাংলা তথা দেশের শান্তি সম্প্রীতি ঐতিহ্য বজায় রাখতে অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে সম্প্রীতির বার্তা দেন পীরজাদা ত্বহা সিদ্দিকী থেকে শুরু করে, সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান আহমেদ হাসান ইমরান, সাংসদ আবু তাহের খান প্রমুখরা। ক্বেরাত সম্মেলন থেকে এ দিন ইমাম-মুয়াজ্জিন বার্তা প্রকাশ করে অল বেঙ্গল ইমাম-মুয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড চ্যারিটেবল ট্রাস্ট।

এদিনের আন্তর্জাতিক ক্বেরাত সম্মেলনে দেশ-বিদেশের প্রখ্যাত ক্বারী সাহেবরা উপস্থিত ছিলেন । বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মালোয়েশিয়া থেকে শায়েখ ক্বারী আব্দুল হাদী, শায়েখ ক্বারী উমার শিয়াজুলী, মিশর থেকে শায়েখ ক্বারী আব্দুর রজিক আশ-শিহাবী, ইন্দোনেশিয়া শায়েখ ক্বারী ফাদলান জয়নুদ্দিন, গুজরাত রাজ্য থেকে ক্বারী মোহাঃ সালমান, ক্বারী মোহাম্মদ তৈয়েব প্রমুখ। প্রত্যেকে কুরআন শরীফের বিভিন্ন আয়াত সুমধুর কণ্ঠে পাঠ করেন । রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত হাজার হাজার শ্রোতা মুগ্ধ হয়ে শোনেন কুরআন তেলাওয়াত । মঞ্চে যখন বিশিষ্ট ক্বারীরা কোরআন তেলাওয়াত করছিলেন তখন সুবহানাআল্লাহ, আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে মুখরিত ছিল গোটা পার্ক সার্কাস ময়দান চত্বর।

সংগঠনের রাজ্য সভাপতি জিয়াউল হক লস্করের সভাপতিত্বে, সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক মাওলানা নিজামুদ্দিন বিশ্বাসের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠানের সূচনায় রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত সংগঠকরা বক্তব্য রাখেন। তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে ইমাম-মুয়াজ্জিনদের একাধিক দাবি দাওয়ার কথা উঠে আসে। এদিনের সভা থেকেই রাজ্য সরকারের উদ্দেশ্যে সংগঠনের তরফে ৩৫ হাজার ইমাম-মুয়াজ্জিনের পাশাপাশি ৮৫ হাজার পুরোহিতদের আবাসযোজনা প্রকল্পে বাড়ি তৈরি করে দেওয়ার দাবি জানানো হয় ।

এ দিন সম্মেলন থেকে ইমাম-মুয়াজ্জিনদের ভাতা বৃদ্ধির আবেদন জানানো হয়। রাজ্য সরকার উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে আগামী এপ্রিল মাসে রানী রাসমণি রোডে সমাবেশের ডাক দেওয়া হবে বলেও সংগঠনের তরফে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে সমস্ত মসজিদ কমিটির কাছে ইমাম-মুয়াজ্জিনদের বেতন বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ পত্র পাঠাবে ‘অল বেঙ্গল ইমাম-মুয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড চ্যারিটেবল ট্রাস্ট’ সংগঠন। অভিযোগ তোলা হয় সরকারি ভাবে ওয়াকফ বোর্ড থেকে যে মেধাবী পড়ুয়াদের বৃত্তি প্রদান করা হয়, তাও বন্ধ রয়েছে । অবিলম্বে ওই বৃত্তি পুনরায় চালু করার আবেদন জানানো হয়েছে সংগঠনের পক্ষ থেকে। বিশিষ্টজনদের মধ্যে এ দিন উপস্থিত ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস বিধায়ক হুমায়ুন কবির, বিশিষ্ট সমাজসেবী গোলাম আশরাফ, রাজ্য হজ কমিটি ও ওয়াকফ বোর্ডের সদস্য মেহের আব্বাস রিজভী, পীরজাদা খোবায়েব আমিন, সিরাত সম্পাদক আবু সিদ্দিক খান প্রমুখ। ক্বেরাত সম্মেলনে সংগঠনের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন ‘অল বেঙ্গল ইমাম-মুয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড চ্যারিটেবল ট্রাষ্টে’র রাজ্য সম্পাদক মাওলানা নিজামুদ্দিন বিশ্বাস, সভাপতি জিয়াউল হক লস্কর, চেয়ারম্যান সাব্বির আলী ওয়ারসি, ভাইস চেয়ারম্যান মোস্তাফিজ হাশমি প্রমুখ।

জোট ছেড়ে ভোট কাটাকাটির জেরে দিল্লিতে ভরাডুবি আপের

আপনজন ডেস্ক: ২৭ বছর পর দিল্লি বিধানসভার ৭০ আসনের মধ্যে ৪৮টি জিতে বিজেপি দিল্লিতে ক্ষমতাসীন হচ্ছে। জয় সুনিশ্চিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জানিয়েছেন, দিল্লির উন্নয়নই হবে তাঁর দলের সরকারের পাখির চোখ। আপ পেয়েছে মাত্র ২২টি আসন। কংগ্রেস এবারেও শূন্য।

বিজেপি ৭০ টি আসনের মধ্যে ৪৮ টি আসন জিতে প্রায় ২৭ বছর পর দিল্লিতে সরকার গঠনের জন্য প্রস্তুত, আম আদমি পার্টি (আপ) ১৩টি আসনে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে যেখানে কংগ্রেস প্রার্থীরা আপের পরাজয়ের ব্যবধানের চেয়ে বেশি ভোট পেয়েছেন। কংগ্রেস ২০১৩ সাল পর্যন্ত টানা তিনবার দিল্লি শাসন করেছিল তবে তখন থেকেই হতাশার মধ্যে রয়েছে। তারা টানা তৃতীয়বারের মতো শূন্য স্কোর করেছে, তবে এই নির্বাচনে একটি ছাপ রেখে গেছে। প্রধান আপ নেতা - অরবিন্দ কেজরিওয়াল, মণীশ সিসোদিয়া এবং সৌরভ ভরদ্বাজ সকলেই তাদের নির্বাচনী এলাকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন, কংগ্রেস প্রার্থীরা তাদের পরাজয়ের ব্যবধানের চেয়ে বেশি ভোট পেয়েছেন। নয়াদিল্লি আসনে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়াল ৪,০৮৯ ভোটে হেরেছেন, অন্যদিকে দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শীলা দীক্ষিতের ছেলে তথা দু’বারের লোকসভা সাংসদ সন্দীপ দীক্ষিত পেয়েছেন ৪,৫৬৮ ভোট। জঙ্গপুরায় সিসোদিয়া ৬৭৫ ভোটের ব্যবধানে হেরেছেন, প্রবীণ কংগ্রেস নেতা তথা দিল্লির প্রাক্তন মেয়র ফরহাদ সুরি পেয়েছেন ৭,৩৫০ ভোট। গ্রেটার কৈলাশে ভরদ্বাজ ৩,১৮৮ ভোটে হেরেছেন, কংগ্রেস প্রার্থী গরভিত সিংভি পেয়েছেন ৬,৭১১ ভোট।

এই ১৩টি আসন ছাড়াও, অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন (এআইএমআইএম) ২০২০ সালের দাঙ্গার পর থেকে সাম্প্রদায়িকভাবে সংবেদনশীল উত্তর-পূর্ব দিল্লির আসন মুস্তাফাবাদে আপের সম্ভাবনাকেও প্রভাবিত করেছিল। প্রাক্তন আপ নেতা তাহির হুসেন, যিনি দাঙ্গা মামলায় অভিযুক্ত, এআইএমআইএম-এর টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন এবং ৩৩,৪৭৪ ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থানে ছিলেন, যা আপ প্রার্থী আদিল আহমেদ খানের পরাজয়ের ব্যবধানের (১৭,৫৭৮) তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।

যে ১৫ কেন্দ্রে ছন্নছাড়া ‘ইন্ডিয়া’ জোট

কেন্দ্র	জয়ী বিজেপি (মার্জিন)	দ্বিতীয়	কংগ্রেসের ভোট
ত্রিলোকপুরী	৩৯২	আপ	৬১৪৭
তিমারপুর	১১৬৮	আপ	৮৩৬১
সঙ্গম বিহার	৩৪৪	আপ	১৫৮৬৩
রাজিন্দরনগর	১২৩১	আপ	৪০১৫
নয়াদিল্লি	৪০৮৯	আপ	৪৫৬৮
নাংলোই জাট	২৬২৫১	আপ	৩২০২৮
মেহরৌলি	২১৩১	আপ	৯৩৩৮
মালব্য নগর	২১৩১	আপ	৬৭৭০
মাদিপুর	১০৮৯৯	আপ	১৭৯৫৮
জংপুরা	৬৭৫	আপ	৭৩৫০
গ্রেটার কৈলাস	৩১৮৮	আপ	৬৭১১
ছত্তরপুর	৬২৩৯	আপ	৬৬০১
বদলি	১৫১৬৩	আপ	৪১০৭১

কেন্দ্র	জয়ী বিজেপি (মার্জিন)	দ্বিতীয়	আপের ভোট
কস্তুরবানগর	১১০৪৮	কংগ্রেস	১৮৬১৭

কেন্দ্র	জয়ী বিজেপি (মার্জিন)	দ্বিতীয়	মিম-এর ভোট
মুস্তাফাবাদ	১৭৫৭৮	আপ	৩৩৪৭৪

রাজধানীতে মুসলিম বিধায়ক কমে হল চার

আপনজন ডেস্ক: দিল্লি নির্বাচনে আম আদমি পার্টির (আপ) পরাজয় সত্ত্বেও, তারা মুসলিম অধ্যুষিত আসনগুলিতে ভাল ফল করেছে। ২০২৫ সালের দিল্লি নির্বাচনে চারজন মুসলিম প্রার্থী জয়লাভ করেছেন। এবারের নির্বাচনে জয়ী মুসলিম প্রার্থীরা সবাই আপের। বিজয়ী প্রার্থীরা হলেন, বাল্লিমারান থেকে ইমরান হুসেন (আপ), মতিয়া মহল থেকে আলি মোহাম্মদ ইকবাল (আপ), ওখলা থেকে আমানতুল্লাহ খান (আপ) এবং সিলামপুর থেকে চৌধুরী জুবায়ের আহমেদ (আপ)। কংগ্রেস ও এআইএমআইএমের উপস্থিতির কারণে মুসলিম ভোট বিভাজনের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও মুসলিম প্রার্থীরা তাদের জয় নিশ্চিত করেন। গত নির্বাচনে পাঁচজন মুসলিম প্রার্থী জয়ী হয়েছিলেন ও তাদের সবাই আপের ছিলেন। যদিও ২০২০ সালে ওখলা, বাবরপুর, মুস্তাফাবাদ, সিলামপুর, মতিয়া মহল, বাল্লিমারান এবং চাঁদনি চক আনে জেতে আপ।

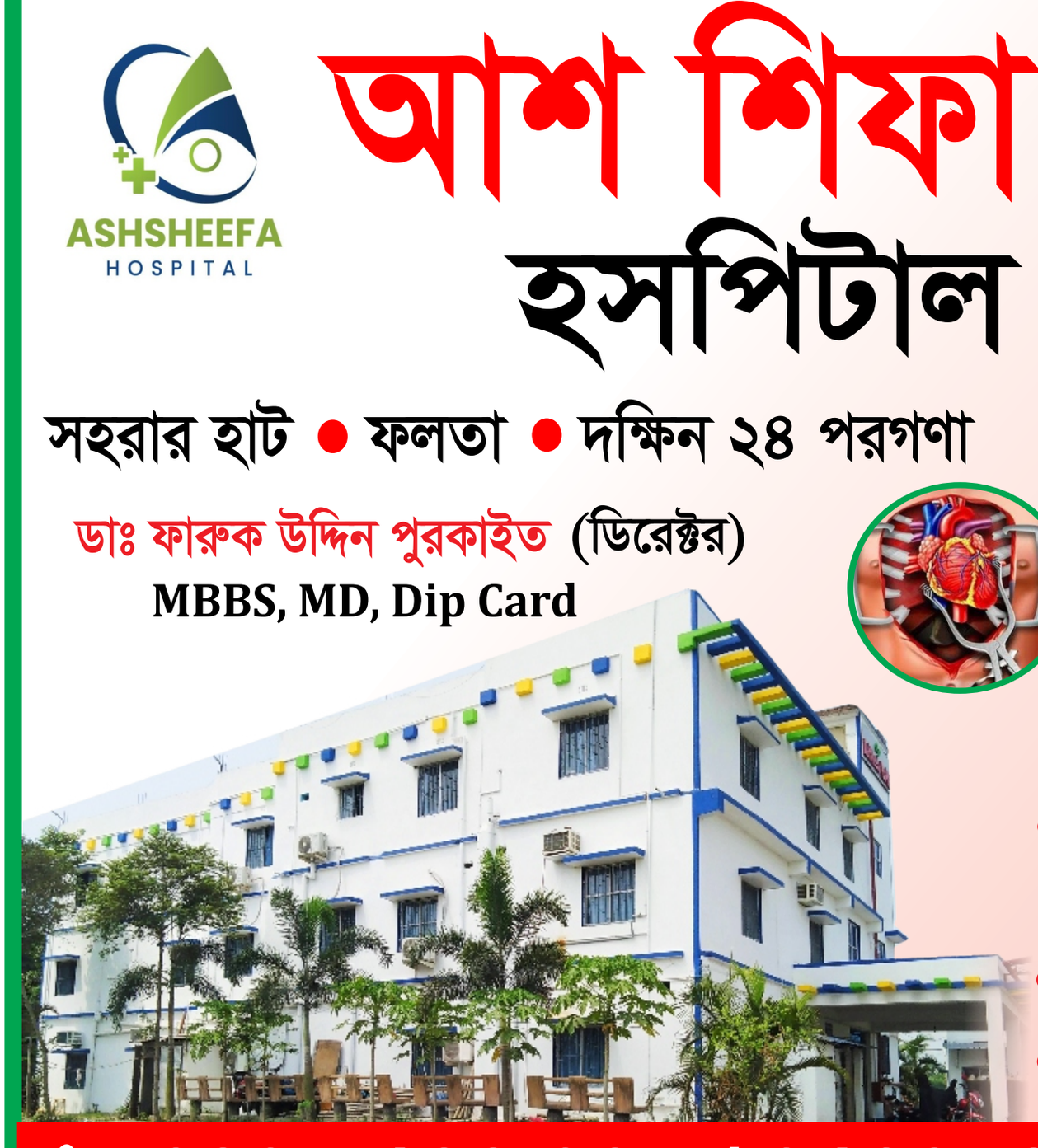

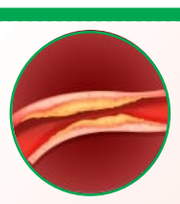

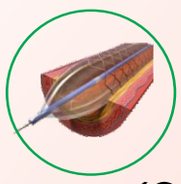

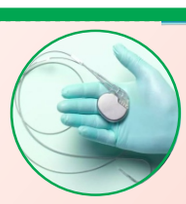

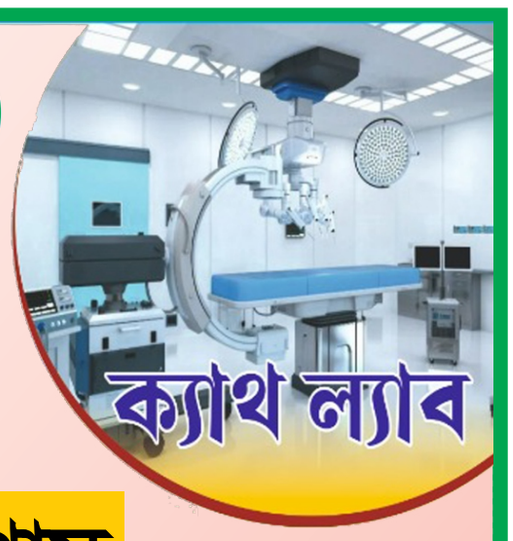

প্রথম নজর

মাদ্রাসা বোর্ডের পরীক্ষা প্রস্তুতি জোরকদমে

মতিয়ার রহমান ● কলকাতা

আপনজন: ১০ ফেব্রুয়ারি সোমবার থেকে হাই মাদ্রাসা, আলিম ও ফাজিল ফাইনাল পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। পরীক্ষা চলবে ২৫ শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ড. শেখ আবু তাহের কামরুদ্দিন জানান, এ বছর ৫৫৪ টি মাদ্রাসার ৬৫ হাজারের অধিক ছাত্র-ছাত্রী মোট ২০৬ টি সেন্টারে পরীক্ষা দেবে। বিগত বছরগুলির মত এ বছর রাজ্যে মাধ্যমিক, হাই মাদ্রাসা, আলিম ও ফাজিল পরীক্ষা যাতে সুষ্ঠু সুন্দর এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধা হয় তার জন্য বহু আগে থেকে গোটা পরীক্ষা ব্যবস্থার সাথে যুক্ত সেকেন্ডারি বোর্ড অফ এডুকেশন, মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ থেকে শুরু করে প্রশাসনের বিভিন্ন মহলকে সজাগ ও সচেতন হয়ে তৎপরতার সঙ্গে যাবতীয় দায় দায়িত্ব ও কর্তব্যকর্ম সুচারুভাবে সম্পন্ন করার নির্দেশদেওয়ত হয়েছে। এ বছরও পরীক্ষা প্রস্তুতি সব রকম বন্দোবস্ত ইতিমধ্যে স্পন্ন করা হয়েছে। পরীক্ষার্থীদের আরো বেশি সচেতন করতে বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে স্টুডেন্ট গাইডলাইন উল্লেখ করে ব্যানার ফ্লেক্স টাঙ্গাতে প্রতিটা পরীক্ষা কেন্দ্রকে নির্দেশ দিয়েছেন বোর্ড সভাপতি।

আইটিআই মেকানিক্যালে সেরা পারভিন সংবর্ধিত

বাবলু প্রামানিক ● বারুইপুর

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনা সুন্দরবন অত্যন্ত গরিব ঘরের মেয়ে পারভিন সুলতানা ভারতের মধ্যে আই টি আই মেকানিক্যাল মহিলাদের মধ্য সর্বপ্রথম হয়েছে। তাই ক্যানিং-এর গর্ব হিসাবে ক্যানিংয়ের অগ্নি কন্যাকে তার বাড়িতে গিয়ে সংবর্ধনা দিলেন সুন্দরবন আলফুরকান চ্যারিটেবিল ট্রাস্ট কর্ণধর মিরাজুল ইসলাম মিরাজ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন চ্যারিটেবিল ট্রাস্টের রাজ্য কনভেনার শেখ সাইফুল্লাহ, বাসন্তী ব্লক সভাপতি জাহাঙ্গীর সরদার ,ফাউন্ডেশনের যুগ্ম সম্পাদক মাও আজিবুর রহমান, প্রসেনজিৎ বোস, চন্দনা সরদার ,সকিনা মোল্লা, তাছাড়া অনেকে। কর্ণধর মিরাজুল ইসলাম মিরাজ বলেন, আমাদের ক্যানিং এর গর্ব হিসেবে অগ্নিকন্যাকে সামনে তুলে ধরা হয়েছে।

বাঁধের কাজের সূচনা করলেন ক্রেতা সুরক্ষা দফতরের মন্ত্রী বিপ্লব

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: বাঁধের কাজের শুভ সূচনা করলেন রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট পুরসভার অন্তর্গত ডাঙ্গা তথা আত্রেয়ী খাঁড়ির দক্ষিণ পাড়ের বাঁধের নির্মাণ কাজের শুভ সূচনা করা হয় এ দিন।
বালুরঘাট পৌরসভার উদ্যোগে ও সেচ দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় শুরু হতে চলা বাঁধের নির্মাণ কাজের শুভ সূচনা লগ্নে রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণ, বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক কুমার মিত্র, অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন) শুভজিৎ মন্ডল সহ অন্যান্য আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিরা জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই দাবি উঠছিল এই আত্রেয়ী খাঁড়ির দক্ষিণ পাড়ের বাঁধ নির্মাণের।পাড় না বাঁধার জন্য আশেপাশের বাড়িগুলি ভেঙে যাচ্ছিল। সেই মতো বালুরঘাট পুরসভা ও সেচ দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় খাঁড়ির এক পাশ বাঁধার কাজের শুভ সূচনা করা হল এদিন। এবিষয়ে রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র বলেন, 'এই সমস্যাটি দীর্ঘদিন ধরে চলছিল। বন্যার সময় এই এলাকার মানুষদের অনেককেই বাড়িঘর ছেড়ে অন্য নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিতে হয়। অবশেষে এই কাজটি শুরু হতে চলেছে।'
এবিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা জানান, 'রাজ্যের মন্ত্রীর উপস্থিতি প্রমাণ করে এই কাজটির গুরুত্ব কতটা। অবশেষে কাজটি শুরু হতে চলেছে। এটি সকলের একটি টিম ওয়ার্কের ফল।'

তারস্বরে মাইক বাজানো বন্ধ করতে গিয়ে ইটের ঘায়ে আহত পুলিশ

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: মাইক বন্ধ করতে গিয়ে পুলিশের সাথে বচসা। পুজো কমিটির ইটের আঘাতে মাথা ফাটলো এক পুলিশ কর্মীর । হুগলি জেলার পান্ডুয়া থানার অন্তর্গত পাঁচগড়া তোরগ্রাম পঞ্চায়েতের নিয়ল ও নপাড়া এলাকায় শনিবার সকাল থেকে সরস্বতী পুজোর বিসর্জন শোভাযাত্রা চলছে। অভিযোগ সেই শোভাযাত্রায় তারশ্বরে মাইক ও বক্স বাজছিল। পুলিশের কাছে খবর পৌঁছাতেই পান্ডুয়া থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়।
মাইক বন্ধ করতে বলে পুজো কমিটি গুলোকে। এরপরেই তাদের সঙ্গে শুরু হয় পুলিশের বচসা। পুলিশ মাইক সেট আটক করে গ্রাম থেকে নিয়ে আসতে গেলে অভিযোগ সেই সময় পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট ছোড়ে তাঁরা। ইটের আঘাতে পান্ডুয়া থানার এএসআই রাজদেব হাজরার ইটের আঘাতে মাথা ফাটে এছাড়াও পিঠে বুকের পাঁজরে গুরুতর ভাবে আঘাত লাগে ভিলেজ পুলিশ সুদীপ হাজরা ঘোষের।
তাদের নিয়ে যাওয়া হয় পান্ডুয়া গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। গ্রামে বিশাল পুলিশ উপস্থিত হয় ডিএসপি (ক্রাইম) অভিজিৎ সিনহা মহাপাত্রর নেতৃত্বে। যারা কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে তাদের চিহ্নিতকরণের কাজ শুরু হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে বিসর্জন প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করেছে পুলিশ আধিকারিকরা। নির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

ফুটি মসজিদ সংস্কার করবে মুর্শিদাবাদ পুরসভা, পাশে হবে পার্ক ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: সংস্কার হবে ফুটি মসজিদ। মুর্শিদাবাদ পুরসভার তত্ত্বাবধানে ৩০০ বছরের পুরনো অসমাপ্ত কাজের এই মসজিদটি সংস্কার করা হবে। মসজিদের পাশে নির্মাণ করা হবে একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং চিলড্রেন পার্ক। মসজিদের পাশ ধরে তৈরি হবে নতুন রাস্তা।
মুর্শিদাবাদ নামটির প্রসঙ্গ উঠলে মনে পড়ে যায় বাংলার নবাবী আমলের কথা। জেলার বিভিন্ন প্রান্তে মৌর্য, সুলতানি, কুষাণ, পাল সাম্রাজ্যের ইতিহাস বিদ্যমান থাকলেও মুর্শিদাবাদ বলতে মানুষ বোঝে শুধুমাত্র মুর্শিদাবাদের শহরের প্রচলিত নবাবী ইতিহাসকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলার দেওয়ান মুর্শিদকুলী খাঁ ঢাকা থেকে রাজধানী স্থানান্তর করেন মকসুদাবাদ। পরবর্তী সময়ে মুর্শিদকুলী খাঁ এর জামাতা তথা দ্বিতীয় নবাব সুজাউদ্দিন খাঁ মুর্শিদকুলীর নাম অনুসারে মকসুদাবাদের নামকরণ করেন মুর্শিদাবাদ। কখনো নাসিরি বংশের শাসনকাল, কখনো আফসারী বংশ আবার কখনো নাজাফি বংশের শাসনকাল। যুগে যুগে বদল হয়েছে মুর্শিদাবাদের নবাবি মসনদের মালিকানা। কিন্তু নবাবদের স্মৃতি বিজড়িত বহু নিদর্শন রয়ে গিয়েছে মুর্শিদাবাদের মাটিতে। তেমনই এক নিদর্শন ফৌতি মসজিদ বা ফুটি মসজিদ। কাটরা মসজিদ থেকে ৪০০ মিটার পশ্চিম দিকে অবস্থিত এই ফুটি

মাসজিদের নির্মাণ কাজ শুরু করেছিলেন নাসিরি বংশের শেষ নবাব তথা মুর্শিদকুলি খাঁ এর দৌহিত্র সরফরাজ খাঁ। তবে মসজিদের নির্মাণ কাজ শুরু হলেও তা সম্পন্ন হওয়ার পূর্বেই সরফরাজ খাঁ কে গিরিয়ার যুদ্ধে প্রাণ হারাতে হয়। ১৯৩৯ সালে এই মসজিদটির কাজ সম্পূর্ণ না হতেই নবাবী মসনদে বদল ঘটেছিল। গম্বুজের কাজ অসম্পূর্ণ থাকার কারণে লোকমুখে এই মসজিদের নামকরণ হয় ফুটি মসজিদ।
সংরক্ষণের অভাবে ধ্বংসের মুখে যেতে বসেছিল এই মসজিদটি। অন্যদিকে পুরসভার বেদখল জমি শনিবার পুনরুদ্ধার করল মুর্শিদাবাদ পুরসভা। এ প্রসঙ্গে পুরসভার সম্পদ বিষয়ক আধিকারিক প্রশান্ত চক্রবর্তী বলেন, "মসজিদের জমি সহ পার্শ্ববর্তী মোট সাড়ে আট বিঘা বেদখল হওয়া জমি শুক্রবার এবং শনিবার পুনরুদ্ধার করে পুরসভা নিজের দখলে নিয়েছে। আগামীতে এখানে উন্নয়নমূলক কাজ করা হবে।"
মুর্শিদাবাদ পুরসভার তত্ত্বাবধানে ফুটি মসজিদ সংস্কার করা হবে বলে জানান পুরপ্রধান ইন্দ্রজিৎ ধর। তিনি বলেন, "দু'দিনে পুরসভার দখলকৃত সাড়ে আট বিঘা জমি দখলমুক্ত করা হয়েছে। যার মধ্যে দেড় বিঘা জমির উপর রয়েছে ফুটি মসজিদ। এই মসজিদটি সংস্কার করা হবে। মসজিদের পাশে তৈরি করা হবে একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র। সেখানে তৈরি হবে একটি চিলড্রেন পার্ক। কাঠগোলা থেকে ফুটি মসজিদ হয়ে কাটরা মসজিদ যাওয়ার জন্য তৈরি হবে নতুন রাস্তা। যেহেতু পুরসভার নিজস্ব জমিতে মসজিদটি রয়েছে, তাই তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পুরসভার। ইতিহাস বাঁচাতে আমরা সদা তৎপর। তবে এখানে পুরাতত্ত্ব বিভাগের কোন ভূমিকা আছে কি না তা খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ নেওয়া হবে।"
উল্লেখ্য, এর আগেও নবাবী আমলের ঘন্টাঘর সংস্কার করে সেখানে ঘন্টা বাজিয়েছে পুরসভা। এখন নিয়মিত সকাল ৬ টা থেকে রাত ১০ টা পর্যন্ত ঘন্টা বাজে দক্ষিণ দরজার ঘন্টাঘরে। পাশাপাশি চকে অবস্থিত নবাব সুজাউদ্দিন খাঁ নির্মিত বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার প্রবেশদ্বার বা তোরণ সংস্কারের কাজ চলছে। এবারে সুজাউদ্দিন পুত্র সরফরাজ খাঁ নির্মিত ফুটি মসজিদ সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে মুর্শিদাবাদ পুরসভা।
এ বিষয়ে মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ অ্যান্ড কালচারাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির সম্পাদক স্বপন ভট্টাচার্য বলেন, "আমরা দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন দপ্তরকে জানাচ্ছিলাম ফুটি মসজিদ সংস্কার না করা হলে তা ধ্বংস হয়ে যাবে। যেহেতু এটি একটি পুরনো নিদর্শন, তাই এটির সংস্কার খুব প্রয়োজন ছিল। পুরসভা সংস্কারে উদ্যোগী হয়েছে জেনে খুশি হয়েছি।"
পুরসভার উদ্যোগে সংস্কার হতে চলেছে তিনশো বছরের পুরনো এই মসজিদটি। এর ফলে পর্যটকদের ফুটি মসজিদের প্রতি আগ্রহ বাড়বে বলে আশাবাদী জেলার পর্যটন মহল।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সম্মেলন লাভপুরে

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: শনিবার বিকেলে জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো লাভপুর পঞ্চায়েত সমিতির মাঠে। এই মহিলা কর্মী সম্মেলন থেকে দিদি নামে একটি পুস্তক প্রকাশিত করলেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। যেখানে রাজ্য সরকারের যে সমস্ত প্রকল্প গুলি রয়েছে সেই প্রকল্প নিয়ে তুলে ধরা হয়েছে ওই পুস্তক টি। এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী তথা রাজ্য মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, রাজ্যের কারা মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, লাভপুরের বিধায়ক অভিজিৎ সিনহা, জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী সাহারা মণ্ডল প্রমুখ। তৃণমূলের মহিলা কর্মী সম্মেলন থেকে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী তথা রাজ্য মহিলা তৃণমূলের সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য কেন্দ্রীয় বাজেটকে তীব্র কটাক্ষ করেন। জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের নিয়েও বলেন।

অ্যাডমিট না আসায় মাধ্যমিকে বসতে পারছে না ছাত্রী, ক্ষোভ এলাকাবাসীর

সাবের আলি ● বড়ঞা

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলার বড়ঞা ব্লকের কুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের কাটনা গ্রামের। আজমিরা খাতুন । কুলি কলেজ ঘোষ স্কুলের, গাফিলতির কারণে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসতে পারছে না। আজমিরা খাতুন এর পরিবারের অভিযোগ, সময়মতো সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সত্ত্বেও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার কারণে সে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ হারিয়েছে।
পরিবারের দাবি, আজমিরা খাতুন যথাযথভাবে ফর্ম পূরণ করেছিল এবং বিদ্যালয়ের সব নিয়ম মেনে চলেছিল। কিন্তু বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক গাফিলতির ফলে তার নাম পরীক্ষার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি। বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর অভিভাবকরা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ

জানান, তবে এখনো সমস্যার সমাধান হয়নি।
আজমিরা খাতুন বলেন আমি কুলি কলেজ ঘোষ স্কুলের ছাত্রী আমি নিয়ম মত সবকিছু পূরণ করেছি। আমার রেজিস্ট্রেশন কার্ড এসছে। কিন্তু আমি যখন স্কুলে গিয়ে আমার অ্যাডমিট কার্ডটা নিতে যায় তখন স্কুলের ক্লার্ক মানিক স্যার বলেন এ বছর তুমি পরীক্ষায় বসতে পারবে না। তোমার এডমিট কার্ড আসেনি। এই কথা শুনে ওই ছাত্রী কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। আজমিরা খাতুন এর বাবা আজিমুল মল্লিক, বলেন স্কুল কর্তৃপক্ষের গাফিলতির জন্যই এমনটা হয়েছে।
এ ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দারাও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাদের মতে, বিদ্যালয়ের দায়িত্বহীনতার ফলে এক মেধাবী ছাত্রীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। আজমিরা খাতুন এবং তার পরিবার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট শিক্ষা দপ্তর ও জেলা প্রশাসনের নজরে আনার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।
অন্যদিকে, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, অতি শীঘ্রই সমস্যার সমাধান করা হবে এবং ছাত্রীটি যাতে পরীক্ষায় বসতে পারে, তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তবে শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে এ ধরনের গাফিলতি স্কুল কর্তৃপক্ষের দায়িত্বজ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। স্থানীয় বাসিন্দারা প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়ে আজমিরা খাতুনের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন। এখন দেখার বিষয়, কত দ্রুত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়।

কেরলে কাঠের গুড়ি চাপা পড়ে সাগরপাড়ার পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: বিয়ের পাঁচ মাসের মাথায় স্ত্রী পরিবার কে রেখে অভাবের সংসারে হাল ধরতেই কেরলে কাজের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয় সুজন নামের এক যুব। ,কেরলে গিয়ে ভালোই কাজ চলছিল গত তিন মাস। প্রতিদিনের মত শনিবার সকালে সদ্য বিবাহিত স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে কাজে বেরিয়ে যান। তার পরে কাজ করার সময় হঠাৎ লরি থেকে কাঠের গুড়ি গায়ের উপর পড়ে চাপা পড়ে যায়,ঘটনায় সুজনকে আহত অবস্থায় সহকর্মীরা তড়িঘড়ি উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।
আর মৃত্যুর খবর গ্রামের বাড়িতে পৌঁছাতেই শোকের ছায়া নেমে আসে গোটা এলাকায়।মৃতের স্ত্রী বলেন সকালে কথা হয়েছিল তার পর দুপুর ফোন আসে যে দুর্ঘটনায়

আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে,তার পর আবার ফোন আসে যে আর নেই ।এখন কিভাবে কি করবো কিছুই বুঝে উঠতে পারছিনা বলে জানান, আট মাসের বিবাহ জীবনের তিন মাস কেরলে তার মধ্য আবার সব শেষ হয়ে গেলো শনিবার দুপুরে।ঘটনায় স্ত্রী সহ পরিবারের সদস্যরা কান্নায় ভেংগে পড়েছে,স্বামীর মুখটা শেষ বারের মত দেখার অপেক্ষায় প্রহর গুনছে স্ত্রী।

কলকাতা বইমেলায় 'আপনজন'

আপনজন: সল্টলেকের করুণাময়ীতে কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায় শনিবার আপনজন পাবলিকেশনের স্টলে দৈনিক আপনজন-এর বিভিন্ন জেলার সাংবাদিক সহ এসেছিলেন বিশিষ্টজনরা। এদিনের দৈনিক 'আপনজন' হাতে নিয়ে স্টলের সামনে রয়েছেন সিরাত সম্পাদক আবু সিদ্দিক খান, সাংবাদিক আমীরুল ইসলাম, এম মেহেদী সানি, জাইদুল হক (সম্পাদক), জিয়াউল হক ও মোহাম্মদ সানাউল্লাহ।

আপনজন পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত খাজিম আহমেদের বই 'বিস্মৃত ঐতিহ্য' হাতে এক ক্রেতা। পাশে রয়েছেন মুর্শিদাবাদের লালগোলা থেকে আগত শিক্ষক-লেখক জহির-উল ইসলাম।

আপনজন-এর 'রবি-আসর'-এ প্রকাশিত লেখা নিয়ে সংকলিত 'রবি-আসর ইয়ারবুক ২০২৫'-এর আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন লেখক হেলালউদ্দিন, সমাজকর্মী তায়েদুল ইসলাম ও জাইদুল হক।

তামাক বর্জন করা নিয়ে থানায় আলোচনা সভা

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: দেশে প্রতি দুই মিনিটে দুজন মানুষের মৃত্যু ঘটছে তামাকজনিত রোগের ফলে। বর্তমানে তামাক পৃথিবীর ৮.৮ শতাংশ মৃত্যু ও ৮.২ শতাংশ রোগজনিত শারীরিক অক্ষমতার কারণ। একটি বিড়ি বা সিগারেট জীবনের মূল্যবান ৮ মিনিট সময় কেড়ে নেয়। সেসমস্ত ক্ষতিকারক দিক গুলো তুলে ধরা হয় এক আলোচনা সভার মাধ্যমে। লোকপুর থানার সভাকক্ষে স্থানীয় থানার পুলিশ আধিকারিক সহ অন্যান্য পুলিশ কর্মীদের নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন সভায় বীরভূম জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এর পক্ষে অনির্বাণ ঘোষ এবং সমাজসেবী মহম্মদ সালাউদ্দিন তামাক সেবনের ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। COPTA Act-2003 কে ভালোভাবে আইনি প্রয়োগের বিষয়েও আলোচনা হয় এতে পুলিশ থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য দপ্তরের অফিসার, স্কুল কলেজের প্রধান শিক্ষক সহ অন্যান্য দপ্তরে আধিকারিক গণ এই আইন প্রয়োগ করতে পারেন এবং জরিমানা আদায় করতে পারেন বলে জানানো হয় আলোচনা সভা থেকে। কোন পাবলিক প্লেসে ধূমপান, গুটকা সেবন ইত্যাদি তামাক জাতীয় দ্রব্যের জন্য একটা আইনবিরোধী কাজ। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এর প্রতিনিধি অনির্বাণ ঘোষ,লোকপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক পার্থ কুমার ঘোষ, সমাজসেবী মহম্মদ সালাউদ্দিন প্রমুখ ।

হটুগঞ্জে মিল্লী আল আমিন মিশনের রইসুদ্দিনের জানাজায় মুসল্লিদের ভিড়

সাবির আহমেদ ● হটুগঞ্জ

আপনজন:দক্ষিণ ২৪ পরগণার উস্থি থানার হটুগঞ্জে অবস্থিত মিল্লী আল আমিন মিশনের প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন প্রবীণ কাজী মাওলানা রইসুদ্দীন আহমাদ শুক্রবার অপরাহ্নে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি....)। মৃত্যুকালে মরহুমের বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় নিজ দানকৃত ভূমিতে একই প্রাচীর ঘেরা ক্যাম্পাসে গড়ে তোলেন আধুনিক ও দ্বীনী শিক্ষার মেলবন্ধনে পরিচালিত মিশন। কুরআনীয়া মাদ্রাসা ও ক্যাম্পাস অদূরে কচিকাঁচাদের জন্য মাওলানা রইসুদ্দীন একাডেমী নামে আধুনিক মানের নার্সারী ও কেজি স্কুল। মরহুম ছিলেন বিশিষ্ট সুফি সাধক ও ইসলামী আলোচক। তিনি প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীদের মনে

প্রাণে ভালোবাসতেন। তিনি ফুরফুরা মেজ হুজুর আবু জাফর সিদ্দিকী র,-এর অন্যতম খলিফা ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি সহ ধর্মিনীসহ পাঁচ জন সুযোগ্য পুত্র ও চার কন্যা রেখে যান। শনিবার বিকেলে শেষ বিদায় জানাতে তাঁর জানাযায় দূর দূরান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে মিল্লি মিশনের মাঠ ভরে যায়। ফুরফুরার পীর মাওলানা ইসমাঈল সিদ্দিকী তাঁর জানাযা পড়ান। তাঁর জানাজায় উপস্থিত বিশিষ্টদের মধ্যে ছিলেন মাওলানা মেহরাব সিদ্দিকী, মাওলানা মিনহাজ সিদ্দিকী, প্রাক্তন মন্ত্রী গিয়াসউদ্দিন মোল্লা, ডঃ কুতুব উদ্দিন মোল্লা, সফিউল্লাহ গাজী, আব্দুল কাদের সরকার, আবুল কালাম গাজী, মুফতি বাকিবিল্লাহ, কাজী নাসির উদ্দিন প্রমুখ। তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে পুত্র আব্দুল গাফফার সাহেব উপস্থিত সকলকে তাঁর পিতার মাগফিরাত কামনার আবেদন জানান।

প্রথম নজর

টাইম ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদে প্রেসিডেন্টের চেয়ারে ইলন মাস্ক

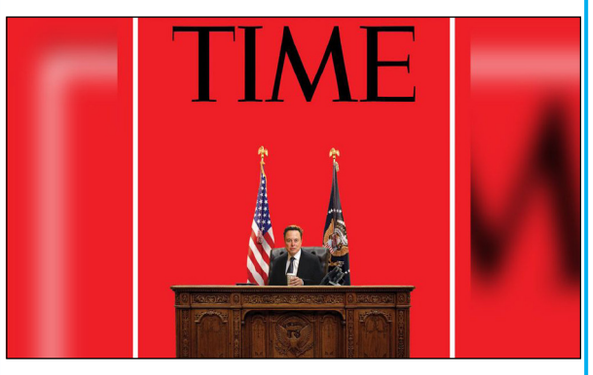

আপনজন ডেস্ক: টাইম ম্যাগাজিনের সাম্প্রতিক প্রচ্ছদ নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে। ম্যাগাজিনটির প্রচ্ছদে মার্কিন প্রেসিডেন্ট অর্থাৎ ডোনাল্ড ট্রাম্পের চেয়ারে ইলন মাস্ককে বসানো হয়েছে। প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ট্রাম্প প্রশাসনের 'ডিপার্টমেন্ট অব গভর্নমেন্ট ইফিসিয়েন্সি' (ডিওজিই)-এর প্রধান হিসেবে মাস্ককে যে নজিরবিহীন ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তার নীতি বাস্তবায়নের ফলে লাখ লাখ সরকারি কর্মী চাকরির অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছেন। টাইম ম্যাগাজিনের প্রতিবেদনে সাংবাদিক সাইমন শুস্টার এবং ব্রায়ান বেনেট লিখেছেন, এখন পর্যন্ত মাস্ক শুধু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কাছে জবাবদিহি করছেন। মাস্ককে সরকারি প্রশাসনের সংস্কারের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন ট্রাম্প। তবে হোয়াইট হাউস এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হয়নি। সিএনএনের প্রতিবেদন বলছে, টাইম-এর প্রচ্ছদে মাস্কের উপস্থিতি ট্রাম্পের জন্য অস্বস্তিকর হতে পারে, কারণ তিনি বরাবরই এই ম্যাগাজিনের কভার পেজকে সম্মানের প্রতীক হিসেবে দেখেন। ২০২৪ সালে 'পারসন অব দ্য ইয়ার' নির্বাচিত হওয়া ট্রাম্প ইতোপূর্বে তার নিজের নামে একটি জাল টাইম ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদ বানানোর জন্য সমালোচিত হয়েছিলেন।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প শুক্রবার হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মজা করে বলেন, টাইম ম্যাগাজিন কি এখনো ব্যবসায় টিকে আছে? আমি জানতাম না! টাইম-এর কভার কোনো উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক ব্যক্তিত্বকে ট্রাম্পের ছায়ার বাইরে আলাদাভাবে উপস্থাপন করার ঘটনা এটিই প্রথম নয়। ২০১৭ সালে ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদে তৎকালীন প্রধান কৌশলবিদ স্টিভ ব্যাননকে 'দ্য গ্রেট ম্যানিপুলেটর' হিসেবে দেখানো হয়েছিল। পরবর্তীতে ব্যাননের জনপ্রিয়তা বেড়ে গেলে ট্রাম্পের সঙ্গে তার সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং শেষ পর্যন্ত তাকে প্রশাসন থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

এদিকে, মাস্ক তার নিজস্ব সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'এক্স'-এ এই বিষয়টি নিয়ে এখনো কোনো মন্তব্য করেননি। তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, যদি ট্রাম্প মনে করেন যে মাস্ক প্রশাসনের ওপর তার প্রভাব ক্ষুণ্ন করছেন, তাহলে তার ভবিষ্যৎও ব্যাননের মতো হতে পারে।

সান্তোরিনিতে ভূমিকম্প, পর্যটকরা ভয়ে পালাচ্ছে

আপনজন ডেস্ক: গ্রিসের অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটন দ্বীপ সান্তোরিনিতে আবারও ভূমিকম্পের আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। ২০২৪ সালের জুন মাসে সূক্ষ্ম কম্পনের মাধ্যমে শুরু হওয়া এই অস্থিরতা ধীরে ধীরে ভয়াবহ ভূমিকম্পে রূপ নিয়েছে, যার ফলে অনেক পর্যটক দ্বীপ ছেড়ে পালাচ্ছেন। তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকেই দ্বীপে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাদের সাথে রয়েছে এই ভূমির প্রতি গভীর ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধ। সান্তোরিনির মাটি প্রথমবার নয়, এর মানুষদের কঠিন সময়ের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। ১৯৫৬ সালের জুলাই মাসে, একটি ৭.৮ মাত্রার ভূমিকম্প দ্বীপটিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছিল। প্রবীণ বাসিন্দা ইইরিনি মিন্দ্রিনো স্মরণ করে বলেন যে, কিভাবে তার ঘরটি ফেটে গিয়ে আবার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেই স্মৃতি এখনও দগদগে হয়ে আছে। সে সময়

দ্বীপের ৫৩ জন নিহত এবং অধিকাংশ মানুষ দ্বীপ ছাড়তে বাধ্য হন। আজকের সান্তোরিনি, যা বিশ্বের অন্যতম বিলাসবহুল পর্যটন গন্তব্য, তখন ছিল এক শান্ত জেলেদের গ্রাম। উল্লেখ্য, চলতি বছর পরিস্থিতি আবারও ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। জুন থেকে শুরু হওয়া ছোট ছোট ভূকম্পন এখন ৪.০ বা তার বেশি মাত্রার ভূমিকম্পে পরিণত হচ্ছে। দ্বীপের বাড়িঘর কাঁপছে, মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ছে। বিমান ও সমুদ্রপথে লোকজন দ্বীপ ছাড়তে শুরু করেছেন, তবে অনেক স্থানীয় বাসিন্দা এখনও রয়ে গেছেন।

গাজায় জাতিগত শুদ্ধি অভিযানের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে জর্দান, ইরাক ও মিসরে বিক্ষোভ

আপনজন ডেস্ক: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গাজা উপত্যকার স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জাতিগত শুদ্ধি অভিযান চালানোর যে পরিকল্পনা উত্থাপন করেছেন, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে জর্দান, ইরাক ও মিসরে হাজার হাজার মানুষ বিক্ষোভ দেখিয়েছেন।

গাজাবাসী ফিলিস্তিনিদের জোর করে এই উপত্যকা থেকে বের করে দেয়ার ব্যাপারে ট্রাম্পের পরিকল্পনার বিরোধিতা করে রাজধানী আম্মানসহ জর্দানের বিভিন্ন শহরে শুক্রবার ব্যাপক বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়।

বিক্ষোভে দেশটির বহু রাজনীতিবিদ অংশগ্রহণ করেন। এসব রাজনীতিবিদ জর্দানের পার্লামেন্টে এমন একটি বিল আনতে যাচ্ছেন, যাতে গাজাবাসীকে জর্দানে পুনর্বাসিত করার প্রচেষ্টাকে বেআইনি ঘোষণা করা হয়েছে।

ট্রাম্প গত সপ্তাহে তার পরিকল্পনা এভাবে শুরু করেছিলেন যে গাজাবাসীকে আরব দেশগুলোতে বিশেষ করে জর্দান ও মিসরে পাঠিয়ে দেয়া হবে। কিন্তু ওই দুই দেশ ট্রাম্পের পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করার পর তিনি আরো জঘন্যভাবে বলেন, গাজাবাসীকে সেখান থেকে বিতাড়িত করে উপত্যকাটি দখল করে নেবে আমেরিকা।

শুক্রবারের বিক্ষোভে জর্দানের একজন রাজনীতিবিদ এমনকি এ প্রস্তাবও দেন যে ইসরাইলের সাথে একটি সম্ভাব্য যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে জর্দানের তরুণ সমাজকে বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে রাখা দরকার।

এদিকে, ট্রাম্পের বর্ণবাদী পরিকল্পনার বিরোধিতা করে রাজধানী বাগদাদসহ ইরাকের বিভিন্ন শহরেও বিক্ষোভ হয়েছে। একইরকম বিক্ষোভ হয়েছে মিসরেও। এর আগে বিশ্বের বহু দেশ গাজাবাসীর বিরুদ্ধে জাতিগত শুদ্ধি অভিযান চালানোর বিরোধিতা করে বক্তব্য দেন। জাতিসঙ্ঘ মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস পর্যন্ত ট্রাম্পের পরিকল্পনার নিন্দা জানিয়েছেন।

খার্তুমের বিস্তৃত এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতির দাবি সেনাবাহিনীর

আপনজন ডেস্ক: সুদানের সামরিক বাহিনী শনিবার জানিয়েছে, তারা প্রায় পুরো খার্তুম নর্থ অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধার করেছে।

রাজধানীকে সম্পূর্ণ দখলে নিতে তারা আধাসামরিক র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেসের (আরএসএফ) বিরুদ্ধে আক্রমণ জোরদার করেছে।

সেনাবাহিনীর দেওয়া তথ্য অনুসারে, তারা খার্তুম নর্থের গুরুত্বপূর্ণ জেলা কাফুরি পুনর্দখল করেছে এবং আরএসএফ সদস্যদের বাহরির (খার্তুম নর্থ) শহরতলিতে সরিয়ে দিয়েছে। খার্তুমের অন্যতম সমৃদ্ধ এই জেলা দীর্ঘদিন ধরে আরএসএফের ঘাঁটি ছিল।

এখানে বাহিনীর শীর্ষ নেতাদের সম্পত্তি রয়েছে, যার মধ্যে আরএসএফ কমান্ডার মোহাম্মদ হামদান দাগলোর ভাই ও উপপ্রধান আবদেল রহিম দাগলোর সম্পদও অন্তর্ভুক্ত।

সেনাবাহিনীর মুখপাত্র নাবিল আবদুল্লাহ এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, শুক্রবার সেনাবাহিনী ও তাদের মিত্ররা 'দাগলো সন্ত্রাসী মিলিশিয়ার অবশিষ্ট অংশ'কে কাফুরি থেকে বিতাড়িত করেছে। এ ছাড়া পূর্ব দিকে ১৫ কিলোমিটার দূরের শারক এল নিলের অন্যান্য এলাকার দখলও পুনরুদ্ধার করা হয়েছে।

এর আগে সামরিক সূত্র বৃহস্পতিবার জানিয়েছিল, সেনাবাহিনী খার্তুমের কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

পাশাপাশি প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছিল, সেখানে সংঘর্ষ চলছে এবং রাজধানীর দক্ষিণে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে।

২০২৩ সালের এপ্রিল থেকে আরএসএফের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত সেনাবাহিনী সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে রাজধানী ও তার আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকাগুলো পুনর্দখল করেছে। এই অগ্রগতি সেনাবাহিনীর অন্যতম বড় অর্জন হিসেবে দেখা হচ্ছে। কারণ যুদ্ধ শুরুর পর আরএসএফ খার্তুমসহ কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন এলাকা দখল করেছিল।

প্রতিশোধমূলক হামলার আশঙ্কা যদিও সেনাবাহিনী রাজধানীতে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে, তবে সেনাবাহিনীর দখলে আসা নতুন এলাকায় প্রতিশোধমূলক হামলা হতে পারে বলে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল শুক্রবার সতর্ক করেছে।

মানবাধিকার সংস্থাটি জানিয়েছে, সেখানে অ্যাক্টিভিস্ট, মানবাধিকারকর্মী, চিকিৎসক ও ত্রাণকর্মীদের 'আরএসএফের সহযোগী' বলে অভিযুক্ত করে টার্গেট করার একটি তালিকা প্রচারিত হচ্ছে। খার্তুমের সাউথ বেল্ট এলাকায় শনিবার আরএসএফ সদস্যরা একটি স্বেচ্ছাসেবী উদ্ধারকারী দলের দুই সদস্যকে বন্দুকের মুখে বসাইর হাসপাতাল থেকে ধরে নিয়ে গেছে। এটি ছিল ওই অঞ্চলের আংশিকভাবে সচল শেষ হাসপাতাল। এর আগে আরএসএফ বৃহস্পতিবার একই হাসপাতালে ব্যবস্থাপক, একটি স্যুপ কিচেনের প্রধান এবং এক স্বেচ্ছাসেবককে আটক করেছিল বলে স্থানীয় উদ্ধারকারীরা জানিয়েছে।

এদিকে গত সপ্তাহে জাতিসংঘের মানবাধিকার দপ্তর জানিয়েছে, জানুয়ারির শেষ দিকে বাহরি এলাকায় সেনাবাহিনীর অভিযান শুরুর পর অন্তত ১৮ বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছে। গত মাসে আলজাজিরা রাজ্যের রাজধানী ওয়াদ মাদানি দখলের পর সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ উঠেছে। মানবাধিকার সংগঠনগুলো সেনাবাহিনী ও তাদের মিত্র মিলিশিয়াদের বিরুদ্ধে বিচারবহির্ভূত হত্যা, অপহরণ, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ এনেছে। সন্দেহভাজন আরএসএফ সমর্থিত জনগোষ্ঠীগুলোকে বিশেষভাবে লক্ষ্যবস্তু করা হচ্ছে।

অন্যদিকে আরএসএফের বিরুদ্ধে জাতিগত সহিংসতার অভিযোগ রয়েছে, যা গত মাসে যুক্তরাষ্ট্র 'গণহত্যা' বলে আখ্যায়িত করেছে। তবে সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকাগুলোতেও জাতিগত কারণে বেসামরিকদের টার্গেট করার অভিযোগ উঠছে।

ইউএসএআইডির কর্মী ছাঁটাই স্থগিত, ২৭০০ কর্মী ফিরছেন কাজে

আপনজন ডেস্ক: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ছাঁটাইয়ের মুখে থাকা প্রায় ২ হাজার ৭০০ ইউএসএআইডি কর্মীকে সাময়িকভাবে কাজে ফেরার অনুমতি দিয়েছে দেশটির আদালত। এর আগে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব বাতিলের আদেশ দিলে সেখানেও তার সিদ্ধান্তে স্থগিতাদেশ দেয় আদালত। শুক্রবার (৭ ফেব্রুয়ারি) দেওয়া এক আদেশে ওয়াশিংটনের ডিস্ট্রিক্ট জজ কার্ল নিকোলস সাময়িকভাবে হাজার হাজার কর্মীকে ছাঁটাই করার পরিকল্পনা স্থগিত করেছেন। এই আদেশ আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে নিয়োগ পেয়েছিলেন এই বিচারক। কার্ল নিকোলসের আদালতের এই হস্তক্ষেপে বিদেশি সহায়তা সংস্থাটিকে ভেঙে দিতে ধাক্কা খেলেন ট্রাম্প। এর আগে ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই বিশ্বজুড়ে যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা কার্যক্রম ৯০ দিনের জন্য স্থগিত করার আদেশ জারি করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এতে ইউএসএআইডির কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। পরে ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে যায় দেশটির সরকারি কর্মচারীদের বৃহত্তম শ্রমিক ইউনিয়ন এবং ফরেন সার্ভিস কর্মীদের একটি সংগঠন।

আদালতের আদেশের মাধ্যমে ইতিমধ্যে ছাঁটাই হওয়া প্রায় ৫০০ কর্মী কাজে পুনর্বহাল হয়েছেন। এ ছাড়াও সবেতন ছুটিতে পাঠানো ইউএসএআইডির ২,২০০ কর্মী কাজে ফিরতে পারবেন। এদের মধ্যে যারা মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে আছেন তাদেরকেও স্থানান্তর করতে পারবে না ট্রাম্প প্রশাসন।

গাজার ধ্বংসস্তূপে খুলছে রেস্তোরাঁ-ক্যাফে, ফিরে আসছে প্রাণচাঞ্চল্য

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজা ভূখণ্ডের চলমান সংকটের মধ্যে, কিছু রেস্তোরাঁ এবং ক্যাফে খুলে স্থানীয়দের জন্য স্বস্তি এনে দিয়েছে। যদিও গাজা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে এবং ৯০ শতাংশের বেশি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত, তবুও গাজাবাসীরা তাদের জীবনকে কিছুটা স্বাভাবিক করতে চেষ্টা করছে। যুদ্ধের ফলে বেকারত্ব এবং খাদ্য সংকট সত্ত্বেও, কিছু ছোট ব্যবসা যেমন রেস্তোরাঁ এবং ক্যাফে স্থানীয়দের জীবনে কিছু শান্তি এবং আনন্দ ফিরিয়ে এনেছে। গাজা শহরের খান ইউনিসে, "আল-সাওফিরি" নামের একটি রেস্তোরাঁ সম্প্রতি পুনরায় খোলা হয়েছে। এখানকার মালিক রায়েদ আল-সাওফিরি ২৩ বছর বয়সী যুবক, যিনি এর আগে রেস্তোরাঁ ব্যবসায় কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। যুদ্ধের কারণে তিনি বারবার স্থান পরিবর্তন করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত খান ইউনিসে তার ব্যবসা শুরু করেন। তিনি বলেন, "যদিও যুদ্ধের মধ্যে থাকা কঠিন ছিল, আমি থেমে থাকিনি। মানুষদের কাছ থেকে যে সাড়া পেয়েছি তা অসাধারণ।" বিপুল ধ্বংস সত্ত্বেও, গাজাবাসীরা আবার তাদের জীবন চালিয়ে নিতে চায়। রেস্তোরাঁ ও ক্যাফেগুলো খুলে তাদের মাঝে কিছু সময়ের জন্য শান্তি ফিরিয়ে এসেছে। নিভিন কাদেহ, একজন স্থানীয় বাসিন্দা, জানান যে তারা গত বছর যুদ্ধ শুরুর আগে পরিবারের সঙ্গে শেষবারের মতো বাইরে গিয়েছিলেন। যদিও এখন তাদের বাড়ি এবং সঞ্চয় সব হারিয়েছে, তবুও তারা এই এক রাতের জন্য নিজেদের দুঃখ ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। গাজার বর্তমান পরিস্থিতি ভয়াবহ হলেও, মানুষরা আবার নতুন করে কাজ শুরু করতে চায়। তবে একাধিক সংস্থা বলছে, গাজার ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার করা, যা বিষাক্ত রাসায়নিক এবং অবিস্ফোরিত বোমা দ্বারা দূষিত, তা করতে ১৫ বছর সময় লাগতে পারে। এই ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার করার জন্য এখনো প্রচুর খরচ এবং মানবসম্পদ প্রয়োজন। এমন পরিস্থিতির মধ্যে, আল-সাওফিরির মতো ছোট ব্যবসা এবং রেস্তোরাঁগুলো গাজার পুনর্গঠনে সহায়তা করতে পারে।

গাজাবাসীদের অবিচলতা এবং দৃঢ়তা সত্যিই প্রশংসনীয়। তবে, পুরো অঞ্চলটির পুনর্গঠন একটি বড় চ্যালেঞ্জ, যা কেবল স্থানীয়দের প্রচেষ্টা এবং আন্তর্জাতিক সহায়তার মাধ্যমে সম্ভব। এর মধ্যে, গাজার মানুষের আত্মবিশ্বাস এবং দৃঢ়তা, তাদের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছে, যা তাদের জন্য একটি নতুন শুরু এনে দিতে পারে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

গাজায় ধ্বংসস্তূপের নিচে ১২,০০০ লাশ, উদ্ধারে বাধা দিচ্ছে ইসরাইল

আপনজন ডেস্ক: ইসরাইলের গণহত্যামূলক অভিযানে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া গাজার বিধ্বস্ত ঘরবাড়ির নিচে অন্তত ১২,০০০ মরদেহ চাপা পড়ে আছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে উপত্যকাটির সরকারি গণমাধ্যম অধিদপ্তর।

তেলআবিব যখন এসব ধ্বংসস্তূপ সরানোর জন্য গাজায় ভারি যন্ত্রপাতি প্রবেশে বাধা দিচ্ছে, ঠিক তখনই এলো এমন ঘোষণা।

গাজার সরকারি গণমাধ্যম অধিদপ্তরের প্রধান সালামা মারুফ শুক্রবার গাজা সিটির ব্যাপটিস্ট হাসপাতালে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, গাজায় ভারি যন্ত্রপাতি প্রবেশ করতে না দেওয়ায় বিধ্বস্ত ভবনগুলোর নিচ থেকে লাশ বের করার কাজে বেগ পেতে হচ্ছে।

তিনি বলেন, ইসরাইল যদি এভাবে বাধা দিয়ে যায়, তাহলে হামাসের হাতে আটক যেসব জিম্মি দখলদারদের বিমান হামলায় ঘরবাড়ির নিচে চাপা পড়ে নিহত হয়েছে, তাদের লাশ উদ্ধার করে হস্তান্তর করাও সম্ভব হবে না।

গাজায় ১৫ মাসেরও বেশি সময় ধরে ইসরাইলের চালানো গণহত্যায় ৪৭,৫৮৩ ফিলিস্তিনির নিশ্চিত মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া আহত হয়েছেন আরও ১১১,৬৩৩ ফিলিস্তিনি। হতাহতদের প্রায় ৭০ ভাগ নারী ও শিশু।

গাজায় হামাসকে 'ধ্বংস' করে জিম্মিদের জীবিত উদ্ধার করার লক্ষ্য অর্জন করতে ব্যর্থ হয়ে গত ১৫ জানুয়ারি হামাসের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি চুক্তি করতে বাধ্য হয়। ওই চুক্তিতে ধ্বংসস্তূপ সরানোর জন্য গাজায় ভারি যন্ত্রপাতি প্রবেশ করতে দেওয়ার কথা থাকলেও, সেই প্রতিশ্রুতি অব্যাহতভাবে লঙ্ঘন করে যাচ্ছে তেলআবিব।

এর আগে শুক্রবারই গাজার মিডিয়া অফিস সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে গাজায় প্রতিদিন ন্যূনতম যে সংখ্যক ত্রাণবাহী ট্রাক প্রবেশ করতে দেওয়ার কথা ছিল, তাও দিচ্ছে না ইসরাইল। বর্তমানে এই উপত্যকায় যে ত্রাণ প্রবেশ করছে, তা এখানকার অধিবাসীদের ন্যূনতম চাহিদাও পূরণ করতে পারছে না।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৪৯মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৩৫মি.

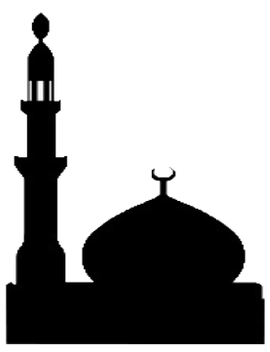

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৪৯	৬.১১
যোহর	১১.৫৬	
আসর	৩.৫৩	
মাগরিব	৫.৩৫	
এশা	৬.৪৫	
তাহাজ্জুদ	১১.১২	

চীনে ভূমিধসে নিখোঁজ অন্তত ৩০

আপনজন ডেস্ক: চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সিচুয়ান প্রদেশে শনিবার ভূমিধসে ৩০ জনের বেশি মানুষ নিখোঁজ হয়েছে। রাষ্ট্রীয় সম্প্রচার মাধ্যম সিসিটিভি এ খবর জানিয়েছে।

শনিবার (৮ ফেব্রুয়ারি) স্থানীয় সময় সকাল ১১টা ৫০ মিনিটে চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সিচুয়ান প্রদেশ ইবিন শহরের জিনপিং গ্রামে এই ভূমিধস হয়। সিসিটিভি জানিয়েছে, ভূমিধসে ১০টি বাড়ি চাপা পড়েছে, ৩০ জনের বেশি নিখোঁজ রয়েছে এবং প্রায় ২০০ জনকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

আলাস্কায় নিখোঁজ সেই উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত, চালকসহ সবার মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কার উনালাকলিট থেকে নোমে যাওয়ার পথে নিখোঁজ হওয়া বেরিং এয়ারের যাত্রীবাহী উড়োজাহাজটির খোঁজ মিলেছে। যাত্রীবাহী সেই উড়োজাহাজটি বিধ্বস্ত হয়েছে। এতে উড়োজাহাজের চালক এবং ৯ জন যাত্রীর সবাই নিহত হয়েছেন।

শুক্রবার সমুদ্রের বরফের উপর সেই উড়োজাহাজটির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। দুর্ঘটনাটি গত ২৫ বছরের মধ্যে রাজ্যের সবচেয়ে মারাত্মকগুলোর মধ্যে একটি বলে মনে করা হচ্ছে

আলাস্কার পুলিশের বরাত দিয়ে মার্কিন সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, বিধ্বস্ত উড়োজাহাজটি ছিল মার্কিন বিমান পরিষেবা সংস্থা বেরিং এয়ারের একটি সেসনা ক্যাটাগরির বিমান। এ ক্যাটাগরির বিমানগুলো ছোটো আকারের হয়। বেরিং এয়ারের অপারেশন বিভাগের পরিচালক ডেভিড ওলসেন মার্কিন সংবাদমাধ্যম ডেভিড ওলসেন মার্কিন সংবাদমাধ্যম এনবিসিকে জানান, গত বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় দুপুর ২টা ৩৭ মিনিটে আলাস্কার পশ্চিমাঞ্চলে উনালাকলিট থেকে নরটন সাউন্ড এলাকার উদ্দেশে রওনা হয়েছিল উড়োজাহাজটি। উনালাকলিট থেকে নরটন সাউন্ডের দূরত্ব ১৪০ মাইল। যাত্রা শুরুর ৪৫ মিনিটের মধ্যেই উড়োজাহাজটি থেকে রাডারে সংকেত পাঠানো বন্ধ হয়ে যায়।

এবার ব্রাজিলে বিমান বিধ্বস্ত, নিহত ২

আপনজন ডেস্ক: ব্রাজিলের সাও পাওলোতে একটি বিমান বিধ্বস্ত হয়ে অন্তত দুইজন নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছেন আরও দুইজন। শুক্রবার (৭ ফেব্রুয়ারি) স্থানীয় দমকল বাহিনী দুর্ঘটনা ও এসব হতাহতের বিষয় জানিয়েছে।

দুই ইঞ্জিন বিশিষ্ট ছোট বিমানটি বিধ্বস্ত হয়ে সাও পাওলো শহরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অ্যাভিনিউতে একটি যাত্রীবাহী বাসের ওপর পড়ে। দমকল বিভাগ জানিয়েছে, নিহত দুজন বিধ্বস্ত বিমানের আরোহী। বিধ্বস্তের কারণে বিস্ফোরণে একজন মোটরসাইকেল আরোহী এবং বাসের ভিতরে থাকা আরেক ব্যক্তি আহত হন। তাদের উভয়কে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দুর্ঘটনার শিকার বিমানটি সাও পাওলোর ক্যাম্পো দে মার্তে প্রাইভেট জেট বিমানবন্দর থেকে দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর পোর্তো আলেগ্রেতে যাচ্ছিল। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, বিমানটি বিধ্বস্তের ফলে বিস্ফোরণ ঘটে। এতে বাসটিতে আগুন ধরে যায়। বাসটির ভিতরে খুব কম যাত্রী ছিল। একটি বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। ঘটনার সময় দূরে কালো ধোঁয়ার বিশাল কুণ্ডলী দেখা গেছে।

চিনের 'বেল্ট অ্যান্ড রোড' প্রকল্প থেকে সরে গেল পানামা

আপনজন ডেস্ক: চীনা নেতৃত্বাধীন বিশাল অবকাঠামো বিনিয়োগ প্রকল্প 'বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ' থেকে সরে যাচ্ছে পানামা। বেইজিংয়ের কথিত প্রভাব রোধে ওয়াশিংটনের হুমকির মধ্যে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো।

প্রকল্পটির লক্ষ্য বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য এবং যোগাযোগের উন্নতি। স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার (৬ ফেব্রুয়ারি) দেশটির প্রেসিডেন্ট হোসে রাউল মুলিনো এক বিবৃতিতে প্রকল্প থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা ঘোষণা দেন। ফলে ২০১৭ সালে চীনের সঙ্গে স্বাক্ষরিত এই চুক্তির মেয়াদ নবায়ন করবে না দেশটি। পানামা খালের কৌশলগত গুরুত্ব বিবেচনায় চীনের এই উপস্থিতিকে হুমকি হিসেবে দেখছে যুক্তরাষ্ট্র। পানামা তার বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (বিআরআই) থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর ল্যাটিন আমেরিকায় ওয়াশিংটনের 'ঠাণ্ডা যুদ্ধের মানসিকতার' নিন্দা জানিয়েছে চীন। শুক্রবার গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র এই ইস্যুতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তীব্র সমালোচনা করেছেন। লিন জিয়ান এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'বেল্ট অ্যান্ড রোড সহযোগিতাকে কলঙ্কিত ও দুর্বল করার জন্য চাপ ও বলপ্রয়োগ ব্যবহার করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পদক্ষেপকে বেইজিং দৃঢ়ভাবে বিরোধিতা করে।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

২০ বর্ষ, ৩৯ সংখ্যা, ২৬ মাঘ ১৪৩১, ১০ শাবান ১৪৪৬ হিজরি

শ্রমই জীবন

স্কটিশ দার্শনিক টমাস কার্লাইলের মতে, ‘শ্রমই জীবন। শ্রমিকের অন্তরের অন্তস্তল হইতে তাহার ঈশ্বরপ্রদত্ত শক্তির উদ্ভব হয়। শ্রম হইল সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের দ্বারা তাহার মধ্যে ফুঁকে দেওয়া সেই পবিত্র স্বর্গীয় জীবন-সারাংশ (পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট, ১৮৪৩)। এই জন্য কোনো কাজকেই খাটো করিয়া দেখিবার অবকাশ নাই এবং কোনো স্পোকে উচ্চতর বলিয়া বিবেচনা করা বা কোনো কাজের সহিত কোনো ধরনের বৈষম্য প্রদর্শন করা অনুচিত। কেননা সমাজ-সংসারে নানা ধরনের কাজই প্রয়োজনীয়। তাহা ছাড়া কাজ নিজেই একটি মর্যাদা। এই জন্য বিভিন্ন ধর্মীয় শাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র এবং মহাত্মা গান্ধীসহ সমাজ সংস্কারক ও দার্শনিকগণ শ্রমের মর্যাদার বিশিষ্ট সমর্থক।

এই পৃথিবীতে যাহাদের প্রাণ আছে, তাহাদের প্রত্যেকের খাদ্যের প্রয়োজন হয়। কাহারো মতে, পৃথিবী নামক এই গ্রহে প্রাণীর সংখ্যা ৮০ হাজার। স্থলভাগে ৪০ হাজার, আর পানিতে ৪০ হাজার। এই ৮০ হাজার প্রাণিজগতের পানাহারের দায়িত্ব স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার। পবিত্র আল-কুরআনে বলা হইয়াছে: ‘পৃথিবীতে বিচরণশীল সকল প্রাণীর রিজিকের দায়িত্ব আল্লাহ তাআলার’ (সূরা: হুদ, আয়াত: ৬)।

তবে সকল প্রাণীর রিজিকের দায়িত্ব নেওয়ার অর্থ ইহা নহে যে, তিনি একসময় আসমান হইতে বনি ইসরাইলদের জন্য সরাসরি প্রদত্ত মান্না ও সালওয়ার মতো খাদ্য সকলের জন্য সরবরাহ করিবেন; বরং প্রাণীকে তাহার রিজিকের জন্য চেষ্টাচরিত্র করিতে হয়। এক কথায় শ্রম দিতে হয়। এই জন্য শ্রম হইল সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত মানবজাতির জন্য এক অমূল্য শক্তি ও সম্পদ। তাই মহান আল্লাহ বলেন, ‘নিশ্চয় আমি মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি কষ্ট-ক্লেশের মধ্যে’ (সুরা বালাদ ৪)।

বলা বাহুল্য, শ্রম ছাড়া পৃথিবীতে কোনো কিছুই অর্জন করা যায় না। শ্রমই হইল সকল উন্নয়ন ও উৎপাদনের চাবিকাঠি। যেই জাতি যত বেশি পরিশ্রমী, সেই জাতি তত বেশি উন্নত। উন্নত দেশসমূহ কাজ বা শ্রমের মর্যাদা দেয় বলিয়াই তাহারা আজ এত সফল ও অগ্রগামী।

মহানবি হজরত মুহাম্মদ (স.) বলিয়াছেন যে, যে মানুষ যত অধিক কর্তব্যনিষ্ঠ, তাহার সফলতা তত বেশি। এই জন্য শ্রম বা কাজকে নবিদের সুন্নত হিসাবে বিবেচনা করা হয়। প্রত্যেক নবিই জীবিকা নির্বাহের জন্য কোনো না কোনো কাজ করিয়াছেন। তাহারা অলস বসিয়া থাকেন নাই বা কাহারো দয়াসাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভর করেন নাই। তাহাদের কেহ কেহ ছিলেন কৃষিজীবী, কাঠমিস্ত্রি, কর্মকার, দরজি, ব্যবসায়ী, মেষ বা ছাড়ল-ভেড়ার রাখাল ইত্যাদি।

তাহারা নিজেরা স্বাবলম্বী ছিলেন এবং ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে কোনো বিনিময় গ্রহণ করেন নাই। একই কারণে মহানবির (সা.) সাহাবিরাও বিনা শ্রমের উপার্জনকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করিতেন। আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী নামাজ আদায়ের পরেই জমিনে ছড়াইয়া পড়িতেন তাহার অনুগ্রহ বা জীবিকা অন্বেষণের জন্য। কেননা তাহারা জানিতেন, জীবিকা অন্বেষণ করা (অপরাপর) ফরজ আদায়ের পর আরেকটি ফরজ’ (মিশকাত, বায়হাকি, পৃষ্ঠা ২৪২)।

ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যক্তির নিজ হাতের কাজ বা কামাই হইল উত্তম উপার্জন। এই জন্য ভিক্ষা করাকে নিরুৎসাহিত করা হইয়াছে। আর শ্রমিককে আখ্যায়িত করা হইয়াছে আল্লাহর বন্ধু হিসাবে। তাই শ্রম মানবজীবনের এক অপরিহার্য বিষয়। তবে শ্রম দিতে হইবে বুদ্ধিমত্তার সহিত। এই জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জন করিতে হইবে। কাজেকর্মে সততা ও দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হইবে। সর্বোপরি শ্রমের ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের জন্য কামনা করিতে হইবে সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদ। কারণ জীবন-জীবিকার মালিক তিনিই। এই জন্য নামাজ আদায়কালে প্রত্যেক ওয়াক্তের প্রত্যেক রাকায়াতে সুরা ফাতিহায় আমরা বলিয়া থাকি: ইয়্যাকা না’বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতায়িন। অর্থাৎ আমরা কেবল আল্লাহর ইবাদত করি এবং তাহার নিকটই সাহায্য চাই। অতএব, আমরা যদি সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বস্ত থাকিয়া ও ভরসা রাখিয়া পরিশ্রম করি, তাহা হইলে সাফল্য আমাদের ধরা দিবেই। কেননা তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে ‘বিগাইরি হিসাব’ বা হিসাবের বাহিরেও ধনসম্পদ বা মানমর্যাদা-প্রতিপত্তি ইত্যাদি প্রদান করিয়া থাকেন। তাই সকল শ্রম ও বৈধ পেশার প্রতি আমরা সম্মান বজায় রাখিয়া চলিব এবং কঠোর পরিশ্রম করিব-ইহাই হউক আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার।

ট্রাম্প গণতন্ত্রের অপূরণীয় ক্ষতি করে যাবেন

যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানকেও অনেকটা পবিত্র গ্রন্থের মতো মর্যাদা দেওয়া হয়। এমনকি যারা ধর্মনিরপেক্ষ ও উদারপন্থী, তাঁরাও সংবিধানকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখে। ১৮৩০-এর দশকের শুরুর দিকে ফরাসি চিন্তাবিদ আলেক্সিস দ্য তোকভিল যুক্তরাষ্ট্র সফর করে দেখেছিলেন, খ্রিষ্টীয় মূল্যবোধ দেশটির গণতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। লিখেছেন **ইয়ান বুরুমা...**

অন্যান্য পশ্চিমা গণতান্ত্রিক দেশের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্র এখনো গভীরভাবে ধর্মপ্রাণ। প্রায় ২৪ শতাংশ আমেরিকান নিজেদের ইভানজেলিক্যাল খ্রিষ্টান হিসেবে চিহ্নিত করেন। যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের পাঁচজন বিচারপতিই এখন রক্ষণশীল ক্যাথলিক (নীল গোরসাচ নামে বাকি যে একজন রক্ষণশীল বিচারপতি রয়েছেন, তিনি ক্যাথলিক হিসেবে বড় হলেও বর্তমানে একজন এপিসকোপেলিয়ান খ্রিষ্টান)।

আরেকটি ব্যাপার হলো, ঐতিহ্যগতভাবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টরা ব্যক্তিগত বিশ্বাসের দিক থেকে যা-ই হোন না কেন, জনপরিসরে তাঁরা সব সময়ই ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা মানুষ হিসেবে নিজেদের তুলে ধরেন।

যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানকেও অনেকটা পবিত্র গ্রন্থের মতো মর্যাদা দেওয়া হয়। এমনকি যারা ধর্মনিরপেক্ষ ও উদারপন্থী, তাঁরাও সংবিধানকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখে।

১৮৩০-এর দশকের শুরুর দিকে ফরাসি চিন্তাবিদ আলেক্সিস দ্য তোকভিল যুক্তরাষ্ট্র সফর করে দেখেছিলেন, খ্রিষ্টীয় মূল্যবোধ দেশটির গণতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

তিনি মনে করেছিলেন, এই ‘নাগরিক ধর্ম’ আমেরিকার অতিরিক্ত ভোগবাদী জীবনযাত্রার ভারসাম্য রক্ষা করে। আইন ও স্বাধীনতাকে ভিত্তি ধরে তৈরি রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি এই আস্থাই বিভিন্ন জাতির অভিবাসীদের একত্রে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলেছিল।

আমেরিকার গণতন্ত্র বা রাজনৈতিক বিশ্বাস সব সময় সবার জন্য সমান ছিল না। ১৯৬০-এর দশকের আগে কৃষ্ণাঙ্গরা পুরোপুরি এর অংশ হতে পারেনি। এখনো শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ব আমেরিকার রাজনীতিতে শক্তিশালী। গৃহযুদ্ধে দক্ষিণের পরাজয় হলেও এই সমস্যার সমাধান হয়নি। ধর্মীয় কট্টরপন্থীরা কখনোই বিশ্বাস করেনি, ধর্ম ও রাষ্ট্র আলাদা থাকা উচিত। আর দরিদ্র মানুষের জন্য আইনের শাসন কেবল কাগজে-কলমেই আছে; কারণ তারা পর্যাপ্ত পয়সা খরচ করে ভালো আইনজীবী নিতে পারে না। তবুও আমেরিকার গণতন্ত্র অনেক দিন ধরে এমনভাবে টিকে আছে যেন এটি এক ধরনের বিশ্বাসের (ধর্মের মতো) অংশ।

খ্রিষ্টধর্মের অনেক ধারণা আমেরিকার রাজনীতিতে ঢুকে গেছে। যেমন, আমেরিকা মনে করে তাদের মূল্যবোধ (স্বাধীনতা, গণতন্ত্র) সব মানুষের জন্য এবং তারা সেসব মূল্যবোধ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে চায়। পশ্চিমা দেশগুলোর মধ্যে ফ্রান্সও একই কাজ করেছে, কারণ ফ্রান্স ও আমেরিকার গণতন্ত্র দুই বিপ্লব (ফরাসি বিপ্লব ও আমেরিকান বিপ্লব) থেকে এসেছে। আর এই বিপ্লব আলোকিত যুগের (এনলাইটমেন্ট) ধারণার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট হওয়াটা আমেরিকার গণতন্ত্রের ওপর মানুষের আস্থাকে কঠিন পরীক্ষার মুখে ফেলবে। এটি হয়তো মার্কিন গণতন্ত্রকে ধ্বংসও করতে পারে। অনেকে ট্রাম্পকে ফ্যাসিবাদী (স্বৈরাচারী শাসকের মতো) বলে থাকেন। তবে ফ্যাসিবাদ সাধারণত একটি সুস্পষ্ট মতাদর্শের ওপর ভিত্তি করে চলে; যা ট্রাম্পের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। তাঁর আশপাশের লোকজন (যাঁরা তাঁর উগ্র সমর্থক, যাঁরা ষড়যন্ত্র তত্ত্ব ছড়ান এবং সুযোগসন্ধানী) তাঁরা আদর্শগত দিক থেকে ঐক্যবদ্ধ নয়। মুসোলিনি বা অন্যান্য ফ্যাসিবাদী শাসকের মতো তাঁরা শক্তিশালী রাষ্ট্র ব্যবস্থা চান না। বরং তাঁরা অনেক সরকারি কাঠামো ভেঙে ফেলতে চান।

ট্রাম্পই প্রথম আমেরিকান রাজনীতিবিদ নন যিনি শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানদের মনের অভিবাসনভীতি ও ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে অভিবাসী, কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ এবং উদারপন্থী (লিবারেল) নেতাদের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করেছেন। তবে অন্যদের চেয়ে তাঁর সবচেয়ে ব্যতিক্রমী দিক হলো– তিনি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রকাশ্যেই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেন। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, স্বতন্ত্র বিচার ব্যবস্থা, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন এবং আইনের শাসন–এসব গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হলেও ট্রাম্প এগুলোকে পাত্তা দেন না।

দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় ফিরে প্রথম সপ্তাহেই তিনি সরকারি কর্মকর্তাদের বরখাস্ত করেছেন। কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়াই ফেডারেল বাজেট আটকে দিয়েছেন। জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের অধিকার বাতিলের ঘোষণা দেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধান বিশেষজ্ঞ লরেন্স ট্রাইব একে ‘আইন ও সংবিধানের ওপর সরাসরি আক্রমণ’ বলে বর্ণনা করেছেন। ট্রাম্প এমন কাজ করছেন যা আমেরিকার দীর্ঘদিনের শাসনব্যবস্থার প্রতি মানুষের বিশ্বাস নষ্ট করছে। এই শাসনব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ হলেও এত দিন তা দেশকে এক সঙ্গে ধরে রেখেছিল। কিন্তু ট্রাম্প সেটি ধ্বংস করে এক নতুন বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন যেখানে একজন নেতার প্রতি অন্ধ আনুগত্য থাকতে হবে।

জার্মানিতে একসময় একে ‘ফ্যুরারপ্রিন্সিপ’ বলা হতো, যার অর্থ হলো, শাসকই চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী এবং তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বলতে পারবে না।

ট্রাম্পের কিছু সমর্থক মনে করেন, তিনি ঈশ্বরের মনোনীত একজন নেতা। এই ধরনের অন্ধ ভক্তি সাধারণত কঠোর একনায়কতন্ত্রে দেখা যায়, কিন্তু এর আগে কখনোই এটি মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে যুক্ত হয়নি।

১৯৩০-এর দশকে ‘নিউ ডিল’ কার্যকর করার সময় ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট প্রেসিডেন্ট পদের সর্বোচ্চ ক্ষমতা ব্যবহার করেছিলেন। এটি তাঁর রাজনৈতিক বিরোধীদের ক্ষুব্ধ করেছিল। তবুও তার অনেক সমর্থকের মতে এটি দেশের সংকট মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় ছিল।

সাংবাদিক ওয়াল্টার লিপম্যান তখন বলেছিলেন, ‘একটা হালকা ধরনের একনায়কত্ব আমাদের কঠিন সময় পার হতে সাহায্য করবে।’

কিন্তু রুজভেল্ট তখনো আইন অমান্য করেননি। তিনি সংবিধানকে আঘাত করেননি বা বিদ্রোহ উসকে দেননি। তিনি তাঁর দলকে অন্ধ সমর্থনের ভিত্তিতে একটি ধর্মীয় গোষ্ঠীর মতো গড়ে তোলেননি।

কিন্তু ট্রাম্প এসব করছেন। হুমকি দিয়ে, চাপে রেখে এবং ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে তিনি রিপাবলিকান দলটিকে নিজের হাতের মুঠোয় এনেছেন। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ এবং বিশ্ব রাজনীতিতে এর প্রভাব কী হবে, তা এখনই বলা কঠিন। কিছু ধর্মীয় গোষ্ঠী বা মতবাদ তাদের প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যুর পরও টিকে থাকে। কিন্তু ‘ট্রাম্পবাদ’ খুব বেশি দিন টিকে নাও থাকতে পারে। এর কারণ হলো, ট্রাম্পের রাগী ও আত্মকেন্দ্রিক আচরণ কোনো শক্তিশালী আদর্শের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি যা দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক প্রভাব রাখতে পারে।

ট্রাম্পের অনেক সমর্থকই হয়তো সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হতাশ হবে, কারণ তাঁর অনেক প্রতিশ্রুতি বাস্তবে রূপ নেয়নি।

যদি শেয়ারবাজারে বড় ধস নামে, ডেমোক্রেটিক পার্টি শক্তিশালী হয়ে ফিরে আসে বা আদালত তাঁর স্বেচ্ছাচারিতার ওপর লাগাম দেয়, তাহলে তাঁর প্রভাব অনেকটাই কমে যেতে পারে।

তবে ট্রাম্পের প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী না হলেও তিনি যুক্তরাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ভিত্তিকে এমনভাবে ধ্বংস করে যেতে পারেন, যা হয়তো আর ঠিক করা যাবে না। যদি তা ঘটে, তাহলে তাঁর শাসনের ক্ষতিকর প্রভাব অনেক দিন ধরে রয়ে যাবে। ট্রাম্প নিজে হয়তো একসময় রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে সরে যাবেন। কিন্তু তার রেখে যাওয়া ধ্বংসস্তূপ হয়তো বহু বছর পর্যন্ত দৃশ্যমান থেকে যাবে।

ইয়ান বুরুমা প্রখ্যাত লেখক, সাংবাদিক ও ইতিহাসবিদ
স্বত্ব: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট, অনুবাদ

তবুও আমেরিকার গণতন্ত্র অনেক দিন ধরে এমনভাবে টিকে আছে যেন এটি এক ধরনের বিশ্বাসের (ধর্মের মতো) অংশ। খ্রিষ্টধর্মের অনেক ধারণা আমেরিকার রাজনীতিতে ঢুকে গেছে। যেমন, আমেরিকা মনে করে তাদের মূল্যবোধ (স্বাধীনতা, গণতন্ত্র) সব মানুষের জন্য এবং তারা সেসব মূল্যবোধ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে চায়। পশ্চিমা দেশগুলোর মধ্যে ফ্রান্সও একই কাজ করেছে, কারণ ফ্রান্স ও আমেরিকার গণতন্ত্র দুই বিপ্লব (ফরাসি বিপ্লব ও আমেরিকান বিপ্লব) থেকে এসেছে। আর এই বিপ্লব আলোকিত যুগের (এনলাইটমেন্ট) ধারণার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট হওয়াটা আমেরিকার গণতন্ত্রের ওপর মানুষের আস্থাকে কঠিন পরীক্ষার মুখে ফেলবে। এটি হয়তো মার্কিন গণতন্ত্রকে ধ্বংসও করতে পারে।

অনেকে ট্রাম্পকে ফ্যাসিবাদী (স্বৈরাচারী শাসকের মতো) বলে থাকেন। তবে ফ্যাসিবাদ সাধারণত একটি সুস্পষ্ট মতাদর্শের ওপর ভিত্তি করে চলে; যা ট্রাম্পের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। তাঁর আশপাশের লোকজন (যাঁরা তাঁর উগ্র সমর্থক, যাঁরা ষড়যন্ত্র তত্ত্ব ছড়ান এবং সুযোগসন্ধানী) তাঁরা আদর্শগত দিক থেকে ঐক্যবদ্ধ নয়।

মুসোলিনি বা অন্যান্য ফ্যাসিবাদী শাসকের মতো তাঁরা শক্তিশালী রাষ্ট্র ব্যবস্থা চান না। বরং তাঁরা অনেক সরকারি কাঠামো ভেঙে ফেলতে চান।

মোদির মার্কিন সফরে অবৈধ ভারতীয়দের বের করে দেওয়ার ছায়া

শিবম প্যাটেল

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আগামী বুধবার যুক্তরাষ্ট্র সফরে যাচ্ছেন। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে মোদি বাণিজ্য ও অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা করবেন।

এই সফরের মাত্র কয়েক দিন আগেই যুক্তরাষ্ট্র শতাধিক অবৈধ ভারতীয়কে শিকল পরিয়ে সামরিক বিমানে করে আমেরিকা থেকে বহিষ্কার করেছে। আরও অনেককে ফেরত পাঠানোরও পরিকল্পনা চলছে।

ভারতের পররাষ্ট্রসচিব বিক্রম মিশ্রি শুক্রবার এক সংবাদ সম্মেলনে মোদির ১২-১৩ ফেব্রুয়ারির সফরের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন। কিন্তু এই ঘোষণার চেয়ে বেশি আলোচনা হচ্ছে বহিষ্কৃত ১০৪ জন ভারতীয়ের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের এমন আচরণ। অথচ সবাই জানে যে দুই দেশের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। এই বিষয় নিয়ে সাংবাদিকদের একের পর এক প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় মিশ্রিকে।

বিক্রম মিশ্রি জানান, যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা ভারত সরকারকে জানিয়েছেন যে আরও ৪৮৭ জন সন্দেহভাজন ভারতীয় নাগরিকের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বহিষ্কার আদেশ রয়েছে। তাঁদেরও ফেরত পাঠানো হতে পারে। ভারত প্রথমে এই তালিকার ব্যক্তিরা এলেও ভারতের নাগরিক কি না, তা যাচাই করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

গত ১৬ বছরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ১৫ হাজারের বেশি ভারতীয়কে ফেরত পাঠানো হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ট্রাম্পের প্রথম প্রেসিডেন্ট থাকার মেয়াদে বহিষ্কৃতদের সংখ্যা ছিল রেকর্ড পরিমাণে। এই তথ্য ভারতীয় সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী।

এদিকে ট্রাম্প এর আগেও ভারতের উচ্চ শুল্কহার নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছেন। তাই ভারত এই সফরের আগে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য শুল্ক থেকে রেহাই পেতে আগ্রহী।

সর্বশেষ এই বহিষ্কারের জন্য সামরিক বিমান ব্যবহারের কারণ ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন বিক্রম মিশ্রি। তিনি বলেছেন, ‘যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব ব্যবস্থায় এই বহিষ্কারের প্রক্রিয়া জাতীয় নিরাপত্তার বিষয় হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। সম্ভবত সেই কারণেই সামরিক বিমান ব্যবহার করা হয়েছে। ভারতও এতে সম্মতি দিয়েছে।’

মিশ্রি আরও বলেন, ভবিষ্যতে এমন বহিষ্কার কার্যক্রমের জন্য যদি কোনো বাস্তবসম্মত বিকল্প পাওয়া যায়, তবে ভারত তা বিবেচনা করবে।

মোদির আসন্ন যুক্তরাষ্ট্র সফরে ট্রাম্পের সঙ্গে বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা সহযোগিতা, প্রযুক্তিসহ নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে বলে জানিয়েছেন মিশ্রি।

ভারতকে যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত অংশীদার হিসেবে দেখা হয়, বিশেষ করে চীনের প্রভাব মোকাবিলায়। সেই কারণে ভারত দীর্ঘদিন ধরে আরও বেশি এইচ ওয়ানবি ভিসার দাবি জানিয়ে আসছে।

এই ভিসা সাধারণত বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন কর্মীদের জন্য দেওয়া হয়। আর তা সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় তথ্যপ্রযুক্তি খাতে। ভারতের রয়েছে বিশাল আইটি কর্মিবাহিনী। সেই কারণে কারণে যুক্তরাষ্ট্রে দেওয়া এই ভিসার বড় অংশই ভারতীয়দের জন্য বরাদ্দ থাকে। গত বছরের ডিসেম্বরে ট্রাম্প ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি পুরোপুরি এই ভিসা প্রোগ্রামের পক্ষে।

ট্রাম্প ২৭ জানুয়ারি মোদির সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন। সেই সময় তিনি অভিবাসনের প্রসঙ্গ আনেন। সেই সঙ্গে ভারতকে আরও বেশি মার্কিন নির্মিত নিরাপত্তা সরঞ্জাম কেনার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি উত্থাপন করেন।

এদিকে ট্রাম্প এর আগেও ভারতের উচ্চ শুল্কহার নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছেন। তাই ভারত এই সফরের আগে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য শুল্ক থেকে রেহাই পেতে আগ্রহী।

একজন জ্যেষ্ঠ ভারতীয় কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ভারত ইতিমধ্যেই ৩০টির বেশি পণ্যের আমদানি শুল্ক পুনর্বিবেচনার পরিকল্পনা করছে। এসব পণ্যের মধ্যে বিলাসবহুল গাড়ি, সৌরবিদ্যুৎ সেল এবং রাসায়নিক পদার্থ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে ভারতের সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক অংশীদার। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের পরিমাণ ১১৮ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। এর মধ্যে ভারত ৩২ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য উদ্বৃত্তে রয়েছে।

ওয়াশিংটন সফরের আগে মোদি ১০ থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি প্যারিস সফর করবেন। সেখানে তিনি এক এআই (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) সম্মেলনে অংশ নেবেন। ফরাসি প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁর সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকও করবেন।

শিবম প্যাটেল রয়টার্সের সাংবাদিক
রয়েটার্স থেকে নেওয়া ইংরেজির অনুবাদ

প্রথম নজর

শিক্ষামূলক আন্তর্জাতিক সেমিনার গলসি কলেজে

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: গলসি মহাবিদ্যালয়ের সহযোগিতায় ইংরেজি বিভাগের উদ্যোগে একটি আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষামূলক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এই সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার ওলোংগং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর পল শারাদ।
তিনি মহাবিদ্যালয়ের সভাকক্ষে অস্ট্রেলিয়ার ভাষা, সঙ্গীতসহ অন্যান্য বিষয় নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন। সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড. অমিত এস. তেওয়ারি এবং অধ্যাপিকা ড. দীপান্বিতা পাল। শিক্ষার্থীরা গভীর মনোযোগ সহকারে প্রফেসর পল শারাদের বক্তব্য শোনেন। উল্লেখ্য, এর আগেও মহাবিদ্যালয়ে বেশ কয়েকবার আন্তর্জাতিক মানের সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছিল, যেখানে দেশ-বিদেশের অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। অধ্যক্ষ ড. অমিত এস. তেওয়ারি মনে করেন, এমন উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ শিক্ষায় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানিয়ে নিতে সহায়ক হবে। এছাড়াও, এদিন মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের জন্য কলকাতা বইমেলায় যাওয়ারও ব্যবস্থা করা হয়, যা তাদের জ্ঞান ও সাহিত্যচর্চার পরিধি আরও বিস্তৃত করবে বলে আশা প্রকাশ করেন অধ্যক্ষ ড. অমিত এস. তেওয়ারি।

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের বিদায়ী সংবর্ধনা

আজিম শেখ ● বীরভূম

আপনজন: আশার আলো চ্যাম্পিয়নশিপ চেক ও মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে বিদায়ী সংবর্ধনা তুলে দেয়া হলো। বীরভূম ফেইথ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ব্যবস্থাপনায় ২০২২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আশার আলো বিদ্যানিকেতন- ফ্রী স্কুল। এখানে ক্লাস নাইন এবং টেনের ছাত্র-ছাত্রীদের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়াশোনা করে। এছাড়াও ছাত্র-ছাত্রীদেরকে উৎসাহ জাগাতে আশার আলো বিদ্যানিকেতনে প্রতি সেশনে ক্লাসে ৮৫% উপস্থিত থাকলে সংস্থার পক্ষ থেকে আশার আলো চ্যাম্পিয়নশিপ নামক বৃত্তি (স্কলারশিপ) প্রদান করেন। সেই মোতাবেক আজকে ক্লাসে ৮৫% উপস্থিত সকল ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে আশার আলো চ্যাম্পিয়নশিপ বৃত্তি (স্কলারশিপ) চেক হাতে তুলে দিলেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ২০২৫ সালে নতুন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সকল ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বিদায়ী সংবর্ধনা দেওয়া হলো।
উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অ্যাডভোকেট আবু তাহের মন্ডল মহাশয় এবং শুক্রাবাদ প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাক্তন শিক্ষক আশরাফ আলী মহাশয় ও জ্যেষ্ঠা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক আহমদ হোসেন মহাশয়। এছাড়াও জ্যেষ্ঠা হাঁসাপুর গ্রাম রক্ষী বাহিনীর সভাপতি মুরাদ হোসেন মন্ডল এবং সম্পাদক রেজাউর রহমান ও অন্যান্য অন্যান্য ব্যক্তিরা এবং আশার আলো বিদ্যানিকেতনের শিক্ষকগণ আব্দুল আলিম, দেবদত্ত কুমার মাল, রেগন মন্ডল ও সর্বেশ্বর মাল মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। বীরভূম ফেইথ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক মহঃ মুস্তাফিজুর রহমান জানান গত আগামী নতুন শিক্ষাবর্ষেও আমরা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়াবো এবং ক্লাসে ৮৫% উপস্থিত সকল ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বৃত্তি দেব।

‘আলপচারিতা’ সম্মেলন মহিলা তৃণমূলের

জে এ সেখ ● বর্ধমান

আপনজন: পূর্ব বর্ধমান জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে সংস্কৃতি লোকমঞ্চে ‘আলপচারিতা ‘ নামে একটি রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় শনিবার। প্রধান বক্তা ছিলেন রাজ্য তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সহ-সভাপতি তথা বিশিষ্ট নাট্যকার অর্পিতা ঘোষ। এছাড়াও ছিলেন বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, বিধায়ক শাহনওয়াজ শেখ, বর্ধমান উন্নয়ন সংস্থার চেয়ারম্যান কাকলি তা গুপ্ত, পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভাপতি শিখা দত্ত সেনগুপ্ত এবং জেলা ও ব্লকের অন্যান্য নেতৃত্ব । অর্পিতা ঘোষ এদিন এই ধরণের আয়োজনের উদ্দেশ্য জানাতে গিয়ে বলেন, মানুষের কাছে বেশি করে পৌঁছানোই এর মূল লক্ষ্য। এছাড়া কেন্দ্র সরকারের বঞ্চনার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, একশো দিনের কাজের বকেয়া টাকা, আবাস যোজনা টাকা নিয়ে কেন্দ্রের যে অভিযোগ, সেই অভিযোগ কে প্রমাণ করার জন্য তৃণমূল দলের পক্ষ থেকে তাঁদেরকে যে শ্বেতপত্র প্রকাশ করার দাবি জানানো হয়েছিল, তা আজও কেন্দ্র প্রকাশ করতে পারেনি । এই বিষয়টি তুলে ধরে তিনি কেন্দ্র সরকারকে একহাত নিয়ে বলেন, আসলে সম্পূর্ণ মিথ্যের উপর ভর করে কেন্দ্রে একটি সরকার চলছে। তিনি মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা করে প্রশ্নের ছলে বলেন, কন্যাশ্রী , রূপশ্রী, লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্প কেন অন্য রাজ্যে আজও প্রচলিত হয়নি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা , তাই তিনিই বোঝেন সংসারে মহিলাদের অবস্থা।

সমাজ গড়ার ক্ষেত্রে আল আমীন পড়ুয়াদের এগিয়ে আসার আহ্বান মন্ত্রী পুলক রায়ের

নিষ্ঠাবান অধ্যবসায় সাফল্য আসবেই: নুরুল ইসলাম

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: দেশ চালানো এবং সমাজ গড়ার ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের রাজনীতিতে এগিয়ে আসতে হবে শনিবার উলুবেড়িয়ার গঙ্গারামপুর আল-আমীন মিশন একাডেমীর কৃতি ছাত্রীদের সম্বর্ধনা ও পুনর্মিলন উৎসব অনুষ্ঠানে এসে এমনই জানালেন রাজ্যের পূর্ত,জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি মন্ত্রী পুলক রায়। মন্ত্রী পুলক রায়ের আরও সংযোজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মেধাবী ছাত্রীদের স্ব স্ব ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দেশ চালানোর ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হবে। তাদের রাজনীতিতে যোগ দিয়ে দেশ, রাজ্য, পঞ্চায়েত, জেলা পরিষদ, পুরসভা এবং পঞ্চায়েত চালানোর দায়িত্ব নিতে হবে। মন্ত্রী আরও জানান, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণকে অনেক সাবলীল করেছেন।নির্বাচনে প্রতিনিধি করার জন্য মহিলাদের আসন সংখ্যা ৩৩ থেকে বাড়িয়ে ৫০ শতাংশ করেছেন।এমনকি দিল্লীতেও লোকসভায় বেশি সংখ্যক মহিলা প্রতিনিধিদের পাঠিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।তাই আপনাদের এখান থেকে ছাত্রীরা স্ব স্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রাজনীতিতে যোগদান করে দেশ, রাজ্য এমনকি স্থানীয় প্রশাসন চালানোরও দায়িত্ব নিতে এগিয়ে আসুন। এদিন আল আমীন মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম তার বক্তৃতায় আল আমীনের ছাত্রছাত্রীর উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি বলেন, ছাত্রছাত্রীরা যদি নিবিড়ভাবে পড়াশুনা করে তাহলে তাদের অগ্রগতি কেউ রুখতে পারেব না। নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যবসার ফলে একজন পড়ুনা জীবনের সাফল্যের চূড়ায় উঠতে পরেন বলে তিনি মন্তব্য করেন।
এদিনের এই অনুষ্ঠানে অনান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হাওড়ার জেলাশাসক ডা.পি দীপাপ্রিয়া, হাওড়া জেলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্য, উলুবেড়িয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান অভয় কুমার দাস, ভাইস-চেয়ারম্যান শেখ ইনামুর রহমান, উলুবেড়িয়ার মহকুমাশাসক মানস কুমার মন্ডল, উলুবেড়িয়ার এসডিপিও শুভম যাদব, উলুবেড়িয়ার গঙ্গারামপুর আল-আমীন মিশন একাডেমীর সুপারিনটেডেন্ট সেনারুল সেখ প্রমুখ।

ফলদী হাইস্কুলে শিক্ষার্থীদের উত্তরণের দিশা দেখালেন খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ

এম মেহেদী সানি ● বারাসত

আপনজন: সুস্থ সাংস্কৃতির বিকাশে বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ফলদী উচ্চ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এবছরও মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত ওই কর্মসূচি থেকে থেকে কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ের তরফে মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদেরও বিদায় সংবর্ধনার আয়োজন করা হয় এ দিন। প্রধান শিক্ষক শাহনওয়াজ আহমেদ ও বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভাপতি ইসা সরদারের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, বিধায়ক রহিমা বিবি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হালিমা বিবি সহ-সভাপতি গিয়াস উদ্দিন মন্ডল বাবলু, বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র কোটরা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রবিউল্লা সরদার প্রমুখ।
ফলদী উচ্চ বিদ্যালয় বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে বক্তব্য রাখার সময় খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ শিক্ষার্থীদের উত্তরণের দিশা দেন। তাঁর বক্তব্যের পরতে পরতে ছিল অনুপ্রেরণামূলক গল্প, মনীষীদের জীবন কাহিনী, শিক্ষার্থীদের কল্যাণে রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টার কথা। সকল শিক্ষার্থীকে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পাশাপাশি আদর্শ মানুষ হয়ে গড়ে ওঠার আহ্বান জানান খাদ্যমন্ত্রী। কখনো স্বামী বিবেকানন্দ কখনো এপিজে আব্দুল কালামের হার না মানা জীবনের সাফল্যের কাহিনী তুলে ধরে শিক্ষার্থীদেরকে জননায়ক হয়ে ওঠার তাগিদ দেন। মন্ত্রীর সুর ধরেই শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করেন বিধায়ক রহিমা বিবি। উপস্থিত মন্ত্রী এবং বিধায়কের কাছে বিদ্যালয়ের স্মার্ট ক্লাসরুম সহ একাধিক দাবি জানান বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শাহনওয়াজ আহমেদ। দীর্ঘ প্রায় ২৫ বছর ধরে বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতির দায়িত্ব থাকা ইসা সরদার এ দিন বিদ্যালয়ের অগ্রগতি নিয়ে সকলকে অবগত করান। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন বিদ্যালয়েরই প্রাক্তন ছাত্র বর্তমান কোটরা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রফিউল্লাহ সরদার। পঞ্চায়েতের স্তরের সর্বোচ্চ পদে প্রাক্তন ছাত্রকে পেয়ে গর্বিত শিক্ষকরা বিশেষভাবে সংবর্ধিত করেন।
সামগ্রিক অনুষ্ঠান নিয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শাহনওয়াজ আহমেদ বলেন, আমরা চাই শিক্ষার্থীদের পুঁথিগত শিক্ষা দানের পাশাপাশি সুস্থ-সংস্কৃতির বিকাশে বর্তমান শিক্ষার্থীদেরকে পারদর্শী করে তুলতে। যাতে বর্তমান প্রজন্ম আগামী দিন সুস্থ সমাজ গড়ে তুলতে পারে। শিক্ষার্থীর একদিকে যেমন শিক্ষা ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখবে তেমনি আদর্শ মানুষ হয়ে আদর্শ সমাজ গড়ার কারিগর হয়ে উঠবে। সেই লক্ষ্যেই আমরা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।
উল্লেখ্য, এই বিদ্যালয়ের মাধ্যমে আল-আমীন মিশন এর বেশ কিছু শিক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে চলেছে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার গোলাবাড়ি শাখার ওই শিক্ষার্থীদের এদিন ফলদি উচ্চ বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সংবর্ধিত করা হয়।

ঢালাই রাস্তার কাজে ব্যবহৃত নিম্নমানের সামগ্রী, বিক্ষোভ

সাবের আলি ● বড়ঞা

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলার বড়ঞা ব্লকের কাটনা গ্রামের, ঢালাই রাস্তার কাজে ব্যবহৃত হয়েছে নিম্নমানের সামগ্রী। এই অভিযোগ তুলে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালো গ্রামবাসীরা। ঠিকাদার কর্মীরা এমনই দুর্নীতি ও স্বজনপোষনের অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন মুর্শিদাবাদ জেলার বড়ঞা ব্লকের কুলি পঞ্চায়েতের, কাটনা গ্রামে। কুলি পঞ্চায়েত প্রধান জেসমিন আহমেদ বলেন সিডুল অনুযায়ী কাজ হয়েছে এখানে কোন বে নিয়ম হয়নি বলে জানান কুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জেসমিন আহমেদ। তবে এই কথা মানতে নারাজ গ্রামবাসীরা, তারা অভিযোগ করেন সিডুল দেখতে চাইলে তা দেখাচ্ছে না। গ্রামবাসী আজিরুল করিম বলেন কাজের বিষয়ে জানতে চাইলে কোন কর্ণপাত করছে না ঠিকাদার সংস্থা লোকজনরা। একদিন আগে নির্মাণ হয় ঢালাই রাস্তা তা বেশিরভাগই নিম্নমানের সামগ্রী এবং ৩ ইঞ্চি ঢালাই হয়েছে বলে অভিযোগ বাসিন্দারা ।বলেন রাস্তার ঢালাই কোথায় আবার ২ ইঞ্চি দিয়ে পালাচ্ছে। রাস্তায় ২ ইঞ্চি ঢালায় হয়। এমনটা আমাদের জানা নেই। গ্রামবাসীরা আরো অভিযোগ করেন কাটনা গ্রামটি বন্যা কবলিত গ্রাম, এই গ্রামের রাস্তা দিয়ে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী এবং গ্রামের মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়লে যাতায়াত করতে হয়। রাস্তা নির্মানে নিম্নমানের সামগ্রী সিংহভাগই ব্যবহার করেছে যার ফলে মাস খানেকের মধ্যেই রাস্তায় ফাটল ও ধসে পড়বে বলে আশঙ্কা করেন গ্রামবাসীরা । পাশাপাশি রাস্তা নির্মানের বরাদ্দ কত টাকা সেটাও আমরা জানতে পারিনি বলে অভিযোগ করেন গ্রামবাসীরা।, গ্রামবাসি ফুরান সেখ বলেন প্রশাসনের কাছে আমাদের আবেদন যাতে কাজটা ঠিক মতো হয় এবং কত টাকা বরাদ্দ হয়েছে। সেটা আমরা জানতে পারি পুনরায় সিডুল অনুযায়ী যেন ঢালাই করা হয়। এইটাই প্রশাসনের কাছে আমাদের অনুরোধ। ঠিকাদার সংস্থার কে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি মুখ খুলতে নারাজ। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী যেকোনো সরকারি প্রকল্পের কাজ হলে বোর্ড লিখা হয়।আমরা গিয়ে দেখি সেখানে কোন বোর্ড লিখা ছিল না। বিডিও গোবিন্দ দাস পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবির স্মরণে মেলা

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষের কৃষ্ণপুর কুকুরায় মহাকবি ঘনরাম চক্রবর্তীর জন্মস্থানকে কেন্দ্র করে আয়োজিত ২৪তম বর্ষের ঘনরাম চক্রবর্তী মেলা এবছরও অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালিত হলো। ঘনরাম স্মৃতি রক্ষা কমিটি দীর্ঘ ২৪ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে এই মেলার আয়োজন করে আসছে। এবারের আয়োজনে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ধর্মমঙ্গল চর্চার পাশাপাশি মহাকবির জীবন ও সাহিত্যকীর্তি নিয়ে আলোচনা হয়। এবারের অনুষ্ঠানে ‘ঘনরাম স্মৃতি পুরস্কার’ প্রদান করা হয় বিশিষ্ট গবেষক ও শিক্ষাবিদ ড. আদিত্য মুখোপাধ্যায় (ডি.লিট) মহাশয়কে। তিনি ছিলেন মেলার উদ্বোধক। মেলার দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন স্বাধীনতা সংগ্রামী কাশীনাথ তা ও রমারানি তা-র পুত্র প্রণব তা। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা, যাঁদের মধ্যে ছিলেন শ্যামসুন্দর বেরা, ড. সর্বজিৎ যশ, ঘনরাম গবেষক ড. রমজান আলি, বিশিষ্ট সাংবাদিক সফিকুল ইসলাম দুলাল এবং শ্যামসুন্দর সেন।

বিমান পরিষেবা পাওয়া নিয়ে আশায় মালদাবাসী

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: কেন্দ্রীয় বাজেটের পরেই মালদা জেলাবাসী অপেক্ষায় বিমান পরিষেবা। কেন্দ্রীয় বাজেটে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারাম বলেছেন দেশে একশো কুড়িটি বিমান বন্দর পরিষেবা চালু হবে সেই আসাতে তাকিয়ে রয়েছে।কেন্দ্রীয় বাজেটের পর নতুন করে আশা দেখছে মালদা বাঁশি। এবার হয়তো মালদা থেকে হবে বিমান উরান পরিষেবা । এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারাম বলেছেন দেশে একশো কুড়িটি বিমান বন্দর পরিষেবা চালু হবে সে ক্ষেত্রে মালদা বিমানবন্দর পরিষেবা চালু হওয়ার বিষয়ে সম্ভাবনা রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের উপর আশা রাখছেন মালদা বাসি। মালদা বিমানবন্দরের রানওয়ে দীর্ঘদিন ধরে সম্পূর্ণ হয়ে আছে এমনকি সম্পূর্ণ পরিকাঠামো প্রায় হয়ে গেছে । মালদা থেকে বিমান চালু হোক এই দাবী দীর্ঘদিনের ব্যবসায়ী থেকে চিকিৎসক মহল এমনকি জেলা বাসির । সম্প্রীতি মালদার এক আইনজীবী বিমানবন্দর পরিষেবা চালু করার বিষয় মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টের জনস্বার্থ মামলা ও করেছিল। কিন্তু এইবারের কেন্দ্রীয় সরকারের জনমুখী বাজেটে দেশে ১২০ টি বিমান পরিষেবা চালু করার কথা বলেছেন সে ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নতুন আশা দেখছেন জেলা বাসি। এই নিয়ে শোরগোল পড়েছে গোটা জেলা জুড়ে।
মালদা বিমানবন্দরে রান ওয়ে কাজ অনেকদিন আগেই সম্পূর্ণ হয়েছে। জেলা প্রশাসন নড়েচরে বসে বিমানবন্দরের প্রবেশদ্বার নতুন করে তৈরি করা হয়েছে বিমানবন্দরে ভিতরে অবাধ যাতায়াত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তুলে দেওয়া হয়েছে বিমানবন্দরের জায়গা দখল করে বসা দোকানগুলো। পাশাপাশি প্রবেশ দ্বার থেকে রান হয়ে যাওয়ার রাস্তা নতুন করে গড়ে তোলা হচ্ছে। মালদা বিমানবন্দর এবার চালু হবে যদিও এ বিমানবন্দর পরিষেবা নিয়ে নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক।

নবম শ্রেণির ছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা বারুইপুরে

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● বারুইপুর

আপনজন: এবার এক নবম শ্রেণীর নাবালিকা ছাত্রীকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ উঠলো দুই যুবকের বিরুদ্ধে। প্রতিবাদে এলাকার একটি বাড়িতে ভাঙচুর ও আগুন লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন এলাকার লোকজন। বারুইপুর থানার বৃন্দাখালি পঞ্চায়েত এলাকার ঘটনা। নাথাপাড়া এলাকার ওই নাবালিকা শুক্রবার সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে একটি দোকানে গিয়েছিলেন। অভিযোগ, দোকান থেকে ফেরার পথে স্থানীয় মাঝপুকুর গ্রামের দুই যুবক তাকে মুখ চেপে এলাকার এক নির্মীয়মান বাড়িতে তুলে নিয়ে যায়। নাবালিকা চিৎকার করলেও এলাকায় একটি অনুষ্ঠানে মাইক বাজায় সেই চিৎকার কেউ শুনতে পায়নি। ঘরে নিয়ে গিয়ে তাকে জোর করে ধর্ষণের চেষ্টা হয় বলে অভিযোগ। এদিকে নাবালিকার মা মেয়ে না ফেরায় খুঁজতে বেরোন। খুঁজতে খুঁজতে ওই বাড়িতে গিয়ে মেয়েকে দেখতে পান মহিলা।

কেন্দ্রীয় বাজেট শ্রমিক বিরোধী, দাবি সিটুর

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: কেন্দ্রীয় বাজেট ‘শ্রমিক বিরোধী-জনস্বার্থ বিরোধী’ দাবি করে বিক্ষোভ কর্মসূচী বাম শ্রমিক সংগঠন সিআইটিইউ-র। শনিবার ওই সংগঠন সমর্থিত বাঁকুড়া জেলা বাস শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যরা গোবিন্দনগর বাসস্ট্যাণ্ডে বাজেট বিরোধীতায় কেন্দ্রীয় বাজেটের প্রতিলিপি পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখান। এদিন বিক্ষোভ কর্মসূচীতে উপস্থিত বাঁকুড়া জেলা বাস শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক উজ্জ্বল সরকার বলেন, কেন্দ্রীয় বাজেটে সাধারণ মানুষের সুরাহার কোন কথা বলা নেই। একই সঙ্গে কর্মসংস্থান তৈরী, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ নিয়ে কোন দিশা দেখানো হয়নি। পাশাপাশি এমরেগা ও আইসিডিএস প্রকল্পে বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। আয়কর কমিয়ে সাধারণ মানুষের কি লাভ? এদিকে চালের দাম আট থেকে বারো টাকা বেড়েছে। তাই শ্রমিক বিরোধী, জনস্বার্থ বিরোধী এই বাজেটের বিরুদ্ধে সারা দেশ জুড়ে আন্দোলন চলছে বলেও তিনি জানান।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মাধ্যমিক পরীক্ষার জোর প্রস্তুতি

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: সোমবার শুরু হতে চলেছে এবছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা।
পরীক্ষা শুরু হবে সকাল পৌনে ১১ টা থেকে।চলবে বেলা ২ টা পর্যন্ত।পরীক্ষা শুরুর প্রথম পনেরো মিনিট শুধুমাত্র প্রশ্নপত্র পড়ার জন্য বরাদ্দ।যারা পরীক্ষার্থী,জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা দিতে চলেছে তাদের মধ্যে যেমন শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে,ঠিক তেমনই ভাবে পরীক্ষার সঙ্গে যুক্ত সব পক্ষেরও চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি।এই পরীক্ষা নিয়ে সর্বত্রই একটা সাজো সাজো রব।

কারবালা নগরে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবির

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: ইমাম হোসাইন (রা.) এর জন্মদিন উপলক্ষে রক্তদান শিবির ও হযরত আব্বাস (রা.) এর স্মরণে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ক্যাম্প ও সর্বধর্ম সভার আয়োজিত হল বীরভূমের কারবালানগর মুলুকের খানকাহ এ কাদেরিয়ায়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ৩৫তম বংশধর তালতলা ও মেদিনীপুরের পীর সাহেব পীর হযরত সৈয়দ শাহ রাশাদত আলী আল কাদরী, বীরভূম স্বেচ্ছায় রক্তদাতা সমিতির সম্পাদক নুরুল হক, ব্রহ্মা কুমারী ভক্ত সিস্টার শ্রীমতি বি কে মৌসুম, মাথুয়া ধর্মগুরু শ্রী হিরন্ময় ঠাকুর। বিনামুল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির এ ডা. পারভেজ বাশার এবং ডা. বশীর আহমেদ স্বেচ্ছায় মানুষ দের চিকিৎসা করেন। এই সম্পুর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন পীরজাদা হযরত সৈয়দ শাহ ওয়ায়েস আলী আল কাদরী, সেক্রেটারি - তানজীম ই কাদরী হাসনাইনী। (কারবালা নগর)।

মেলা, রক্তদান ও চক্ষু শিবির ঝিল্লি গ্রামে

রঙ্গীলা খাতুন ● কান্দি

আপনজন: সম্প্রীতির মিলন ক্ষেত্র গড়ে উঠলো শাহ মোহাম্মদ সাজমত শা পীর বাবার ওরস মোবারক মেলায় ।শনিবার এই মেলায় রক্তদান শিবির, চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয় খরগ্রাম থানার ঝিল্লি গ্রামে। অনুষ্ঠানে এলাকার মানুষজনের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। এদিনের রক্তদান শিবিরেপ্রায় ৭০ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন, যা সত্যিই প্রশংসনীয়। মেলার অংশ হিসেবে, রক্তদানকারী প্রত্যেককে গাছ বিতরণ করা হয়। মেলায় মাজার শরীফ চত্বরে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি চালানো হয়, যাতে পরিবেশ রক্ষায় অবদান রাখা যায়। বিধায়ক আশীষ মারজিৎ এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন এবং মাজার শরীফে চাদরও চড়ান। এছাড়াও, ঝিল্লী গ্রামে মেলার আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন খরগ্রামের দুই ব্লক সভাপতি হুমায়ন কবির ও শাশ্বত মুখার্জি, খরগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক সুরজিৎ হালদার। প্রাক্তন প্রধান কামরুজ্জামান সরকার, এবং ঝিল্লী মেলা কমিটির অন্যতম সদস্য মাহাতাব মল্লিক।

রঘুবংশ পত্রিকা প্রকাশ

সেখ মহম্মদ ইমরান ● মেদিনীপুর

আপনজন: শনিবার প্রকাশিত হল রঘুবংশ পত্রিকার ৩৬ তম সংখ্যা। মেদিনীপুর শহরের ফিল্ম সোসাইটি হলে রঘুবংশ পত্রিকার ১২ বর্ষ সংখ্যা উদ্বোধন হয়। এদিন স্বাগত ভাষণ দেন শ্রীকান্ত ভট্টাচার্য। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উদ্বোধক অধ্যাপক জয়জীত ঘোষ, অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ও সাংবাদিক কুমারেশ ঘোষ, প্রাবন্ধিক ডক্টর সন্তোষ ঘোড়াই, কবি সিদ্ধার্থ সাঁতরা, লেখিকা রোশনারা খান, নূপুর ঘোষ, অধ্যাপিকা রুবী আদক, বিদ্যুত পাল, বরুণ বিশ্বাস প্রমুখ।
স্বাগত ভাষণ দেন সম্পাদক শ্রীকান্ত ভট্টাচার্য প্রমুখ।

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবি-আসর

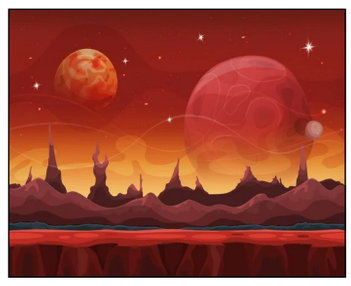

- প্রবন্ধ: ব্যাটল অব সিরহিন্দ: মুঘল সাম্রাজ্যের ‘পুনরুত্থান’ ও হুমায়ুনের নির্বাসিত জীবনের সমাপ্তি
- নিবন্ধ: গেমের নেশা থেকে মুক্তি পাওয়ার সহজ উপায় : সামাজিক ও মানসিক স্বাস্থ্যমূলক পর্যালোচনা
- অণুগল্প: পিকলুর স্বপ্নভঙ্গ
- বড় গল্প: খরগোশ ছানার লাভ ম্যারেজ
- ছড়া-ছড়ি: ক্ষুধার্ত শিশু

ব্যাটল অব সিরহিন্দ

মুঘল সাম্রাজ্যের ‘পুনরুত্থান’ ও সম্রাট হুমায়ুনের নির্বাসিত জীবনের সমাপ্তি

সম্রাট হুমায়ুনের সামরিক যোগ্যতা ছিলো প্রশ্নাতীত। তিনি সম্রাট বাবরের নিজের হাতে গড়া ছিলেন। তবে, প্রথম রাজত্বকালে অলসতা, যথাসময়ে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত না নেয়ার ফলে তাকে দীর্ঘদিন নির্বাসনে থাকতে হয়েছে। জীবনের এই শিক্ষাটুকুই তার মাঝে আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছিলো। লিখেছেন **মাসুদ ফেরদৌস।**

১

১৫ মে, ১৫৫৫ সাল।

এই দিন সন্ধ্যার কিছুক্ষণ আগে আফগান সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হয় বৈরাম খানের নেতৃত্বাধীন ক্ষুদ্র মুঘল সেনাবাহিনী। তবে মাত্র ১০ ঘন্টার মাঝেই সম্পূর্ণরুপে পরাজিত হয় ৩০,০০০ সৈন্যের সুগঠিত আফগান সেনাবাহিনীটি। পাঞ্জাবের মাছিওয়ারায় এ বাহিনীটি পরাজিত হওয়ায় সিকান্দার শাহ সুরি বুঝলেন আদিল শাহের সাথে বোঝাপড়া পরে করলেও চলবে। আগে মুঘলদের ঠেকাতে হবে। দ্রুত তিনি ৮০,০০০ সৈন্যের শক্তিশালী একটি বাহিনী নিয়ে এসে মুঘলদের সদ্য দখলকৃত সিরহিন্দ দুর্গ অবরোধ করলেন।

দুর্গের ভেতরে অবরুদ্ধ বৈরাম খানের সাহায্য প্রার্থনার পত্র পেয়ে ২৮ মে সম্রাট হুমায়ুন দ্রুতগতিতে সিরহিন্দ এসে পৌঁছালেন। সম্রাট হুমায়ুনের অগ্রসর হওয়ায় সংবাদ পেয়ে আফগানরা সিরহিন্দ থেকে কিছুটা পিছু হটে সিরহিন্দ আর দিল্লির মাঝামাঝি ঘাটি গেড়ে অবস্থান নিলো। মুঘল সেনাবাহিনীর অতর্কিত হামলা থেকে বাঁচতে ঘাটি বরাবর দীর্ঘ পরিখা খনন করা হলো। অন্যদিকে, মুঘল সেনাবাহিনী সিরহিন্দে নিজেদের অবস্থান শক্ত করে আফগানদের মুখোমুখি অবস্থান নিলো।

আফগানদের মুখোমুখি হয়েই সম্রাট হুমায়ুন তার বাহিনীকে চারটি ভাগে ভাগ করে ফেললেন। একটি অংশ নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখে অন্য একটি অংশের নেতৃত্ব দিলেন খান-ই-খানান বৈরাম খানকে। তৃতীয় অংশের নেতৃত্বে ছিলেন শাহ আবুল মালী ও তরদী বেগ, আর চতুর্থ অংশের নিয়ন্ত্রণে ছিলেন সিকান্দার খান উজবেক ও আলা কুলী আন্দারাবী।

প্রায় ১ মাস এই দুই বাহিনী নিশ্চুপ অবস্থায় বসে বসে অন্য পক্ষের আক্রমণের জন্য অপেক্ষা করলো। অবশ্য পুরোপুরি নিশ্চুপ যে ছিলো, ঠিক তা-ও না। প্রায়ই কোনো না কোনো জায়গা থেকে ছোটখাট সংঘর্ষের সংবাদ পাচ্ছিলেন সম্রাট হুমায়ুন ও সিকান্দার শাহ সুরি দুজনেই। অবশ্য তাতে কিছু আসে যায় না, মূল যুদ্ধ এখনো বাকি।

এদিকে সম্রাট হুমায়ুন তরদী বেগের নেতৃত্বে দক্ষ একদল অশ্বারোহী নিয়োজিত করলেন আফগানদের রসদ সরবরাহ বাধাগ্রস্থ করতে। মুঘল অশ্বারোহীদের দুর্ধর্ষ আক্রমণে আফগানদের রসদ সরবরাহ ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখোমুখি হলো। টানা কয়েকটি পরাজয়ে আফগানরা এমনিতেই কিছুটা অস্বস্তিতে ছিলো, তার উপর রসদ সরবরাহ বাধাগ্রস্থ হওয়ায় আফগান শিবিরে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে লাগলো।

২

অবশেষে আফগানরাই প্রথম আক্রমণ চালালো। দিনটি ছিলো ১৫৫৫ সালের ২২ জুন। বৈরাম খানের বাহিনীটি আকারে বেশ বড় হওয়ায় আফগানরা এই বাহিনীকেই মুঘলদের মূল বাহিনী ভেবে বসলো। তাদের ধারণা ছিলো সম্রাট হুমায়ুন এই বাহিনীতেই অবস্থান করছেন। কাজেই এই বাহিনীকে পরাজিত করতে পারলে মুঘল সেনাবাহিনীর বাকি অংশের মনোবল ভেঙে যাবে। তাই বাহিনীটিকে দ্রুত বিপর্যস্ত করে তুলতে সিকান্দার শাহ সুরি তার হস্তিবাহিনীকে এগিয়ে দিয়ে একযোগে তীব্র আক্রমণ চালালেন। তীব্র আফগান আক্রমণে বৈরাম খান চোখে-মুখে অন্ধকার দেখতে লাগলেন। আফগান হস্তীবাহিনীর পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে প্রচুর মুঘল সৈন্য নিহত হচ্ছিলো । বৈরাম খানের পুরো বাহিনী মৃত্যু বিভীষিকায় আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে উঠলো। আফগানদের এই তীব্র আক্রমণের মুখে শেষমেষ বৈরাম খান বাধ্য হলেন পিছু হটতে। উৎসাহী আফগান বাহিনীও এই বাহিনীকে পুরোপুরি ধসিয়ে দিতে যুদ্ধকে টেনে সামনে এগিয়ে নিয়ে এলো। এদিকে বৈরাম খানের বাহিনীর বিপর্যয়ের কথা জানতে পারলেন সম্রাট। সাথে সাথেই তিনি শাহ আবুল মালী ও তরদী বেগের নেতৃত্বাধীন তৃতীয় বাহিনীকে পেছন থেকে আফগান সৈন্যদের ঘিরে ধরতে নির্দেশ দিলেন। কিছু বুঝে উঠার আগেই আফগান বাহিনী মুঘল সেনাবাহিনীর ঘেরাওয়ের মাঝে পড়ে গেলো। মুহূর্তেই যুদ্ধের ফলাফল মুঘলদের দিকে ঘুরে গেলো। অবরুদ্ধ

আফগান বাহিনীর ওপর ভয়াবহ আক্রমণ চালানো হলো। পরিস্থিতি বুঝে উঠার আগেই আফগানরা দলে দলে মারা পড়তে লাগলো। তারপরেও কিছুক্ষণ লড়াই চালিয়ে গেলো আফগানরা। কিন্তু শেষ রক্ষা আর হলো না। মনোবল হারিয়ে বিপুল সংখ্যক যোদ্ধার লাশ পেছনে ফেলে আফগানরা যে যেভাবে পারলো যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করলো। সিকান্দার শাহ সুরিও যুদ্ধক্ষেত্রে ত্যাগ করলেন। তিনি পালিয়ে উত্তর পাঞ্জাবের শিবালিক পর্বতে আশ্রয় নিলেন। সিরহিন্দের এই যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে সম্রাট হুমায়ুন সিকান্দার খান উজবেককে দ্রুত দিল্লি অধিকার করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। সিকান্দার খান উজবেক বিনা বাধায় দিল্লি অধিকার করলেন। এদিকে শাহ আবুল মালীকে পাঞ্জাবের গভর্নর নিয়োজিত করা হলো। তবে তাকে জলন্ধরেই অবস্থান করতে নির্দেশ দিলেন সম্রাট। সিকান্দার শাহ সুরি যদিও পরাজিত হয়েছেন, তবে তিনি যে তার ভূখন্ড পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চালাবেন, তা চোখ বন্ধ করেই বলে দেয়া যায়। তিনি যদি সে চেষ্টা করতে পর্বত থেকে বেরিয়ে আসেন, শাহ আবুল মালী তাকে প্রতিহত করবেন। শাহ আবুল মালিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়ে সম্রাট হুমায়ুন দ্রুত ছুটলেন দিল্লি বরাবর। সিরহিন্দ থেকে সামান হয়ে ১৫৫৫ সালের ২০ জুলাই সম্রাট সলিমগড়ে গিয়ে পৌঁছান। এর তিনদিন পরে, অর্থাৎ, ১৫৫৫ সালের ২৩ জুলাই তিনি দ্বিতীয়বারের মতো দিল্লির মসনদ অধিকার করলেন!

৩

মুঘল সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের পূর্বে সিরহিন্দের এই যুদ্ধটিই আফগান আর মুঘলদের মাঝে সংগঠিত শেষ বড় আকারের যুদ্ধ। সিরহিন্দে আফগানদের পরাজয়ের ফলে দিল্লির দরজা মুঘলদের জন্য খুলে গেলো। সম্রাট হুমায়ুন খুব সহজেই নিজেকে আবারও দিল্লির মসনদে প্রতিষ্ঠিত করে ফেললেন।

হিন্দুস্তান পুনরুদ্ধারের অভিযানে সম্রাট হুমায়ুন বাস্তবিক অর্থে ছোট সেনাবাহিনী নিয়ে খুব সহজেই আফগানদের বিশাল বিশাল বাহিনীকে পরাজিত করেছেন। তা-ও বেশ কয়েকবার। প্রশ্ন হলো, যে আফগানদের ভয়ে একদিন মুঘল সম্রাট বাধ্য হয়েছিলেন হিন্দুস্তান ছাড়তে, সেই আফগান বাহিনীর এমন কী হয়ে গেলো যে, বড় বড় সেনাবাহিনী নিয়েও মুঘলদের অগ্রযাত্রা ঠেকানো গেলো না? এর উত্তর পেতে হলে কিছুটা পেছনে তাকাতে হবে। শের শাহের উত্থানের সময় থেকেই আফগান সেনাবাহিনী বিভিন্ন সময়ে হিন্দুস্তানের বিভিন্ন প্রান্তে দাপিয়ে বেড়াচ্ছিলো। ১৫৪০ সালে সম্রাট হুমায়ুন আফগানদের নিকট চূড়ান্তভাবে পরাজিত হওয়ার পর থেকে আফগানদের সমকক্ষ কোনো সেনাবাহিনীই হিন্দুস্তানে ছিলো না। এক হিসেবে বলা যায়, সময়টা আফগানদের জন্য স্বর্ণযুগ ছিলো। কিন্তু ভাগ্য সবসময় এক যায় না। আফগানদেরও গেলো না। মাত্র ৫ বছর হিন্দুস্তান শাসন করার পর, ১৫৪৫ সালের ২২ মে, মৃত্যুবরণ করেন শের শাহ সুরি। শের শাহ সুরির মৃত্যুর পর সুরি সাম্রাজ্যের মসনদে বসেন তার কনিষ্ঠ পুত্র ইসলাম শাহ সুরি। অল্প কিছু ত্রুটি ছাড়া তার শাসনকাল বেশ ভালোই ছিলো। তবে ঐ ত্রুটিগুলোই বিরাট আকারে ধরা দিলো পরবর্তী শাসক আদিল শাহ সুরির শাসনামলে। ইসলাম শাহ মারা গিয়েছিলেন ১৫৫৩ সালের ৩০ অক্টোবর। তার মৃত্যুর পর সুরি সাম্রাজ্যের মসনদে বসেছিলেন তার ১২ বছরের পুত্র ফিরোজ শাহ সুরি। তবে তার শাসনকাল স্থায়ী হয়েছিলো ৩ দিন। কাজেই কার্যত তিনি শাসনকার্য পরিচালনাই করতে পারেননি। পরবর্তী শাসক আদিল শাহ সুরির অযোগ্যতায় বিশাল সুরি সাম্রাজ্যে ফাটল ধরে। সাম্রাজ্য ৫টি অংশে ভাগ হয়ে যায়। এবং এই ৫ অংশের শাসক প্রত্যেকেই প্রত্যেকের বিরুদ্ধে এক অদ্ভুত যুদ্ধে জড়িয়ে যান। প্রত্যেকেরই ইচ্ছা, অন্য চারজনকে পরাজিত করে নিজেই বিশাল সুরি সাম্রাজ্যের সম্রাট হবেন। ফলস্বরূপ, শের শাহের মৃত্যুর অল্প কয়েক বছর পরেই সুরি সাম্রাজ্য ভুগতে থাকে গৃহযুদ্ধে। ঐক্যই শক্তি। শের শাহের সময় আফগানরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলো, তাই তারা শক্তিশালী ছিলো। কিন্তু, এই গৃহযুদ্ধ আফগানদের ঐক্যের বন্ধন ছিড়ে দিলো। ফলে আফগানদের সমস্ত শক্তি শেষ হয়ে গেলো। তার উপর সম্রাট হুমায়ুন যখন পাঞ্জাব দিয়ে আক্রমণ চালালেন, তখন সম্রাটকে প্রতিরোধ করার পুরো দায়িত্ব গিয়ে পড়লো সিকান্দার শাহ সুরির উপর। আফগানদের গৃহযুদ্ধে সিকান্দার শাহ সুরি বেশ কয়েকটি যুদ্ধে বড় ধরনের সাফল্য পেয়েছিলেন সত্য, তবে তিনি তেমন সামরিক যোগ্যতাসম্পন্ন জেনারেল ছিলেন না। তার অধীনস্থদের মাঝেও তেমন সামরিক মেধা পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে, সম্রাট হুমায়ুনের সামরিক যোগ্যতা ছিলো প্রশ্নাতীত। তিনি সম্রাট বাবরের নিজের হাতে গড়া ছিলেন। তবে, প্রথম রাজত্বকালে অলসতা, যথাসময়ে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত না নেয়ার ফলে

তাকে দীর্ঘদিন নির্বাসনে থাকতে হয়েছে। জীবনের এই শিক্ষাটুকুই তার মাঝে আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছিলো। তাছাড়া, সম্রাট হুমায়ুনের পাশে ছিলেন বৈরাম খান, তরদী বেগ, সিকান্দার খান উজবেক আর শাহ আবুল মালীর মতো যোগ্যতাসম্পন্ন বাঘা বাঘা জেনারেলরা। কাজেই নিঃসন্দেহে সিকান্দার শাহ সুরির আফগান বাহিনীর চেয়ে চেয়ে সম্রাট হুমায়ুনের মুঘল সেনাবাহিনী সামরিক যোগ্যতার দিক দিয়ে শুরু থেকেই এগিয়ে ছিলো। সিকান্দার শাহ সুরির আরেকটি মারাত্মক ভুল ছিলো শুরুতেই মুঘলদের প্রতিরোধ না করে লাহোর আর পাঞ্জাবের বিস্তীর্ণ ভূখন্ড তাদের হাতে ছেড়ে দেয়া। তার উচিত ছিলো সিন্ধু নদের তীরেই মুঘলদের প্রতিহত করা। সিন্ধুর তীরে মুঘলদের প্রতিরোধ করলে হয়তো এত দ্রুত তার পতন হতো না।

সে যা-ই হোক, সিরহিন্দে মুঘল সেনাবাহিনী আফগানদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছে, সিকান্দার শাহ সুরির পতন হয়ে গিয়েছে আর সম্রাট হুমায়ুন লাহোর থেকে দিল্লি পর্যন্ত নিজের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছেন। হুমায়ুন নিজেকে আবারও ‘হিন্দুস্তানের সম্রাট’ হিসেবে ঘোষণা করলেন। আর এর সাথে সাথেই তার দীর্ঘ ১৫ বছরের নির্বাসিত জীবনের সমাপ্তি হলো। তবে সম্রাট জানেন, এটাই শেষ না। সামনের দিনগুলো এর চেয়েও কঠিন হবে।

আফগান শাসকদের মাঝে পতন হয়েছে মাত্র একজনের। আরও তিনজন শাসক বহাল তবিয়তেই আছেন এখনো। আদিল শাহ সুরি এখনো আগ্রা ধরে রেখেছেন। তার জেনারেল হিমু একজন যোগ্য ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। সিকান্দার শাহ সুরিকে যেভাবে সহজেই পরাজিত করা গিয়েছে আদিল শাহকে পরাজিত করা এত সহজ হবে না। আর, ইব্রাহীম শাহ সুরি তো আদিল শাহের কাছে পরাজিত হয়ে উড়িষ্যাতেই চলে গেছেন। তিনি সম্রাটের জন্য তেমন কোনো সমস্যা না।

তবে, সম্রাট খবর পেয়েছেন বাংলায় মুহাম্মদ শাহ সুরি নিজের সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করছেন। মালবে বাজবাহাদুরও শক্ত অবস্থান নিয়ে অপেক্ষা করছেন। তারা কেউই মুঘল সাম্রাজ্যের এই ‘পুনরুত্থানকে’ সহজে মেনে নিবে না। কাজেই সম্রাটকেও প্রস্তুত থাকতে হবে।

শিক্ষার্থীদের মেধা এবং কৃতিত্বের স্বীকৃতির সন্ধিক্ষণ এবং অন্য এক সংস্কৃতির সাক্ষী

সজল মজুমদার

সংস্কৃতি হল একটি বাংলা শব্দ। যার ইংরেজি নাম Culture বা কর্ষণ করা। মূলত সংস্কৃতি হল ব্যক্তি বা মানুষের বা কোন জাতির শিক্ষাদীক্ষা, বিচারবুদ্ধি, আচার ব্যবহার, কথাবার্তা, অনুষ্ঠান পালন, চালচলন, খাদ্যাভ্যাস, শিল্প-কর্ম, সৃজনশীলতা, সাহিত্য চর্চা, রীতিনীতি প্রভৃতির সংস্কৃত বা মার্জিত রূপ। প্রতিটি সমাজবদ্ধ মানুষের পরিচয় হলো তার নিজস্ব সংস্কৃতি। সংস্কৃতি মানুষের চেতনা, আচার-আচরণ, বুদ্ধি বৃত্তির বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে। অন্যদিকে শিক্ষা হলো ব্যক্তির জীবনব্যাপী ক্রমবিকাশের এক ছেদহীন প্রক্রিয়া যা নিত্যনতুন অভিজ্ঞতা অবচেতনভাবে অর্জনের মাধ্যমে তাকে পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে সুষ্ঠ ও সার্থক সংগতি বিধানে এবং সমাজের বহুমুখী দায়িত্ব পালনে সক্ষম করে তোলে। সেই সূত্রে প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠার কারখানা হলো বৃহত্তর সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ বিদ্যালয়। প্রসঙ্গত, পুরাতন শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের কাছে শ্রদ্ধা, ভক্তি, সম্মান এবং অংশত ভয়ের পাত্র ছিলেন শিক্ষকরা। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের কাছে শিক্ষকরা হলেন বন্ধু, পথপ্রদর্শক, পরামর্শদাতা এবং দ্বিতীয় অভিভাবক। ইদানিং কালে বিদ্যালয়ে পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর পাশাপাশি সরকারিভাবে এবং বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার দ্বারা বিষয়ভিত্তিক অভীক্ষা, ট্যালেন্ট সার্চ, অলিম্পিয়াড, মেধাবৃত্তি ইত্যাদি অনুষ্ঠিত এবং আয়োজিত হচ্ছে। মেধাবী ও কৃতি ছাত্র-ছাত্রীরা এই সমস্ত পরীক্ষাতে আগ্রহের সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করছে। তাদের ফলও চমকপ্রদ। কিছু সংস্থা ঘটা করে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের সাদরে ডেকে, আমন্ত্রণ করে তাদের হাতে তাদের কৃতিত্ব স্বরূপ পুরস্কার তুলে দিচ্ছে। এতে করে ছাত্রছাত্রীরা আগামীতে ভালো করে পড়াশোনা করবার প্রতি আরো বেশি আকর্ষিত ও উৎসাহিত হচ্ছে। তেমনি ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে তাদের অভিভাবকরাও এই বিষয়টিতে যথেষ্ট খুশি এবং আনন্দিত। বস্তুত ছাত্র-ছাত্রীদের এসব অভীক্ষা বা পরীক্ষাতে এত ভালো ফল করবার পেছনে স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাদেরও একটা নীরব অবদান অনস্বীকার্য। বিভিন্ন সংস্থার দ্বারা

আয়োজিত এসব অনুষ্ঠানে গাইড টিচার হিসেবে ঐসব ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের সাথে সংশ্লিষ্ট স্কুলের নির্দিষ্ট শিক্ষক শিক্ষিকারাও তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হিসেবে স্কুলের তরফ থেকে সেসব জায়গায় উপস্থিত হয়ে থাকেন। উক্ত জায়গায় শিক্ষক হিসেবে উপস্থিত থাকতে পারার একটা আলাদা উচ্ছ্বাস সেই মুহূর্তে, সে সময়, সেসব শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মনের অন্তরে বিরাজ করে। আর এমন ভালো মুহূর্তের সাক্ষী কেই না হতে চায়। সম্প্রতি আমার বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে দুটি অনুষ্ঠানের সাক্ষী এভাবেই আমি হতে পেরেছিলাম। তবে দুটি ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা সামান্য ভিন্ন প্রকৃতির। প্রথমটির ক্ষেত্রে জেলার সমস্ত বিদ্যালয়ের পড়ুয়া অভিভাবক শিক্ষক-শিক্ষিকা ভর্তি একটি অডিটোরিয়ামে আমার স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে একেবারে পেছনের সারিতে দর্শক আসনে বসে অনুষ্ঠান উপলব্ধি করছিলাম। অনুষ্ঠান চলাকালীন মাঝে হঠাৎ করেই উক্ত সংস্থার সম্পাদক মহাশয় মূল মঞ্চ থেকে হাত নেড়ে চলেছিলেন। বহুক্ষণ ধরে আমি ঠিক ঠাহর করতে পারছিলাম না। আসলে এত দর্শকের মধ্যে থেকে উনি আমাকেই যে ইশারা করছেন, বুঝতে পারছিলাম না!! কখনো যেন মনে হচ্ছিল আমাকেই উনি হাতের ইশারায় ডাকছেন না তো!! ভালো করে বিষয়টি অনুসরণ করতেই বুঝলাম । ওনার সহৃদয় সারায় মঞ্চে উঠে আসন গ্রহণ করলাম। মঞ্চে উপবিষ্ট সকলের সাথে কুশল বিনিময় করলাম। অতঃপর সম্পাদকের আহবানে কিছুক্ষণ পরে বেশ কিছু ছাত্র-ছাত্রীকে সার্টিফিকেট, মেমেন্টো প্রদান করলাম। ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে এসে এই সান্মানিক আপ্যায়নটা বেশ ভালো লাগলো। এটাই তো সৌজন্য সংস্কৃতি। আবার তার ঠিক কিছুদিন পরেই অন্য একটি সংস্থা দ্বারা আয়োজিত মেধাবৃত্তি প্রদানের অনুষ্ঠানে আমার স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে এসে বিরূপ অভিজ্ঞতা হলো। সেখানে উদ্যোক্তা ব্যক্তিগতভাবে আমার অতি পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও কোন অজানা কারণে দর্শক আসনের প্রথম সারিতে বসে থাকা সত্ত্বেও শিক্ষক হিসেবে মঞ্চে বসবার সুযোগ থেকে আশ্চর্যজনকভাবে বঞ্চিত রয়ে গেলাম। মনে মনে ভাবলাম হয়তো এখানে এই মঞ্চে বসবার যোগ্যতা অর্জন করে উঠতে পারেনি। আসলেই ‘কাছের লোকই সমাদর পায় না’- কথায় আছে। এটাই এক ধরনের অসৌজন্য সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতির আমদানি বিজ্ঞ-জ্ঞানী ব্যক্তিদের দ্বারাই হয়েছে। তবে আক্ষেপ নেই এই কারণেই যে আমার অনুষ্ঠানে আগমনের মূল উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছিল। ছাত্র-ছাত্রীদের মেধাবৃত্তি পাওয়ার ওই সন্ধিক্ষণের সাক্ষী থাকতে পেরেছিলাম। ওরা খুশি হলেই আমিও খুশি। তবে যা বুঝলাম, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আতিথেয়তা, আপ্যায়ন, সৌজন্যতা প্রদর্শন এটা সংশ্লিষ্ট সংস্থার উদ্যোক্তাদের প্রকৃত ইতিবাচক, গঠনমূলক, বৃহৎ, উদার মানসিকতার উপর নির্ভর করে। অনেকে সেটা জেনে বুঝে অনুধাবন করেও ইচ্ছাকৃতভাবেই তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করে। আবার কেও যোগ্য মানুষকে যোগ্য সম্মান প্রদর্শন করতে একটুকুও কুণ্ঠা বোধ করে না।

গেমের নেশা থেকে মুক্তি পাওয়ার সহজ উপায় : সামাজিক ও মানসিক স্বাস্থ্যমূলক পর্যালোচনা

জয়দেব বেরা

ঘন- কুয়াশায় ঘেরা শীতের সকাল। নয়ন আজ মাঠে গেছে ও বাবার সাথে খেতের সিম তুলতে। সিমের বান থেকে সিম তুলছে নয়ন। সেসময় হঠাৎ! ওর সামনে দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল একটা খরগোশ। নয়ন খরগোশটাকে ধরার জন্য পিছনে ছুটলো। কিন্তু চোখের পলকেই যেনো মুহূর্তে হারিয়ে গেলো খরগোশটি। খরগোশ খুঁজে না পেয়ে মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল নয়নের। সে এদিক-সেদিক খরগোশটির সন্ধান করতে লাগলো।

হঠাৎ! ঝোপঝাড়ের মধ্যে চোখ যেতেই সে ছোট্ট একটা খরগোশ ছানা দেখতে পেল।ছানাটি তার কুচিকুচি দাঁত দিয়ে বেশ আয়েশ করে চোয়াল নেড়ে-নেড়ে মুরুব্বীদের পান চাবানোর মতো কি যেনো চিবিয়ে খাচ্ছে। আর বিড়বিড় করে তাকাচ্ছে নয়নের দিকে। খরগোশ ছানাটিকে দেখে নয়নের চোখে মুখে যেনো মুহূর্তে খুশির ঝলক ফুটে উঠল। সে দেরি না করে একটু আড়ালে গিয়ে। পা-টিপে টিপে চুপি সারে গিয়ে ঝাপাৎ করে খরগোশ ছানাটিকে ধরে ফেললো। আনন্দের যেনো শেষ নেই নয়নের। সে উৎফুল্ল হয়ে হেসে ওঠে চিৎকার করে বললো ও আব্বা, আব্বা..

এই দেখো.. একটা খরগোশ ছানা ধরেছি। নয়নের

আব্বা, স্বজল বললো...তাই! যাক খুব ভালো হয়েছে। নয়ন বললো... আব্বা আমি আর সিম তুলবো না বাড়ি যাচ্ছি। তারপর নয়ন খরগোশ ছানাকে বুকের সাথে জাপটে ধরে আনন্দে টগবগ করতে করতে মাঠ থেকে বাড়ির দিকে দৌড় দিল।

আর খুশিতে ছড়া কাটতে লাগলো....

আহা! কি- যে খুশি লাগছে ধরে খরগোশ ছানা...

খরগোশ ছানার লম্বা দু,কান চোখ যে টানা টানা।

কি- যে সুন্দর পশম গায়ের নরম যে তুল তুলে,

আদর করতে ইচ্ছা করবে একবার দেহ ছুঁলে।

এই সংবাদ মুহূর্তে ওদের পাড়ায় ছড়িয়ে পড়তেই। নয়নের মতো ছোট ওর বয়সী পড়শী যেসব ছেলে-মেয়েরা। যারা ওর খেলার সাথী। তারা সব খরগোশ ছানাটিকে দেখতে নয়নদের বাড়ি ভীড় জমালো। এদের মধ্যে আগে থেকেই নয়নদের বাড়ির পাশে কাজল নামের একটি মেয়ের পোষা খরগোশ ছানা ছিল। সেও এলো তার ছানাটিকে সঙ্গে নিয়ে। নয়নের খরগোশ ছানাটি ছিল মায়া।

ওদের মধ্যে কথা হচ্ছে কি নাম রাখা যায় নয়নের খরগোশ ছানাটির? শুনে নয়নের খেলার সাথীদের মধ্যে কেউ বললো.বেলী রাখ নয়ন। তো আবার কেউ বললো. ফুলি রাখ। কাজল মেয়েটি বললো.

যেহেতু আমার খরগোশ ছানাটি পুরুষ। আর তাই ওর নাম রেখেছি পুষি। নয়ন, তোর খরগোশ ছানা তো মায়া। তোর ছানার নাম থাক টুসি। নয়নের খুব পছন্দ হলো কাজলের দেওয়া নামটি। নয়ন বললো বাহ! মিল করে খুব সুন্দর নাম বলেছিস তো। যেহেতু আমি ওকে ফুলের জমির ঝোপ থেকে ধরেছি। তাই ওর নাম থাক ফুলটুসি। অবশ্য সংক্ষেপে টুসি বলেই ডাকব ভালো হবে না? সবাই বললো...হুম খুব ভালো হবে।

তারপর থেকে খরগোশ ছানা টুসিকে ঘিরেই যেনো নয়নের দু,চোখে ঘুম নেই। নেই যেনো ওর কোনো নাওয়া-খাওয়া । নয়ন কোথায় রাখবে টুসিকে? টুসিকে সে কি- কি খেতে দেবে? এইসব চিন্তায়। দুপুরে ওর আব্বা বাড়ি আসলে একবার ওর মাকে তো একবার ওর আব্বাকে জিজ্ঞাসা করছে তার ছোট্ট টুসিকে সে কি খেতে দেবে?আর কোথায় রাখবে? নয়নের মা-বললো..একটা লোহার খাঁচা বানিয়ে সেই খাঁচায় রাখতে খরগোশ ছানাটিকে। নয়ন বললো...

ঠিক আছে মা। রাতে শোয়ার সময় কিন্তু আমার সাথে রাখবো টুসিকে। কি খাওয়াবে সে টুসিকে?

এবার, নয়নের বাবা বললো...

খরগোশ ছানা কচি ঘাস,

কলমিলতা শাক, গাজর, জল এসব খেতে পছন্দ করে। নয়ন বললো... ঠিক আছে আমি এখনি ওর জন্য মাঠ থেকে কচি জালি ঘাস কেটে আনছি। তারপর কাঁচতে হাতে নয়ন মাঠে ছুটলো ঘাস কাঁটতে। নয়ন তার শোয়ার ঘরে ছানাটিকে কাছে নিয়ে ঘুমায়। এভাবে বেশ কয়েকদিন যেতে না যেতে ছানাটি বেশ পোষ্য হয়ে উঠল নয়নের।

এখন খরগোশ ছানাটিকে টুসি বলে ডাক দিলেই দৌড়ে চলে আসে নয়নের কাছে। ছানাটি সবসময় নয়নের কাছাকাছি থাকে। টুসির আদর যত্নের কোনো কমতি নেই। মাসকয়েক যেতে না যেতেই ছানাটি বেশ ডাগর হয়ে উঠলো।ওদিকে কাজলের পুরুষ ছানাটিও বড় হয়েছে। মাঝেমধ্যে ছাড়া পেলেই কাজলের খরগোশ ছানা পুষি। নয়নদের বাড়ি ছুটে চলে আসে। টুসির সাথে দেখা করতে। টুসিও সুযোগ পেলেই ছুট ধরে পুষিকে একনজর দেখতে। ওদের মধ্যে বেশ ভাব জমেছে তা-সকলে

বুঝতে পারে। এরইমধ্যে একদিন টুসি বেশ অসুস্থ

হয়ে পড়লো। টুসিকে সুস্থ করার জন্য এলাকার

পশু হসপিটাল থেকে চিকিৎসক আনা হলো। টুসি - র জন্য পুষির মন বেজায় খারাপ। কাজল খাদ্য দিলেও পুষি খাচ্ছে না। মন মরা হয়ে এদিকওদিক

তাকাচ্ছে। মজে- মজে পুষি আর টুসির প্রেম বহু

দূর যে গড়িয়ে গেছে তা- কারোর আর বুঝতে বাকি থাকে না।

যাহোক- অনেক ওষুধ পথ্য যত্নের পর টুসি সুস্থ হয়ে উঠেছে। তা-দেখে কাজলের পুষির সেই মন মরা ভাবও যেনো কেটে গেছে । নয়ন কাজল বয়সে কিশোর-কিশোরী হলেও কমবেশি বুঝতে শিখেছে ওরা । যা-বুঝার বুঝতে বাকি থাকে না ওদের। পাড়ার ছেলে-মেয়েদের মধ্যে এ নিয়ে কানাঘুঁষা চলতে থাকে। সকলে বসে সিদ্ধান্ত নিল পুষি আর টুসির মন দেওয়া নেওয়ার

ঘটনা অনেকদূর গড়িয়েছে। যেহেতু ওদের বিয়ের বয়স হয়েছে। আর তাই দেরি না করে ওদের লাভ ম্যারেজ পড়িয়ে দিতে দিবে। ওদের যে কথা সেই কাজ। কিন্তু খরগোশ ছানা পুষি আর টুসির বিয়ের বরযাত্রী হবে কারা?

নয়ন আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলতে লাগলো। আরে তুরা কোনো চিন্তা করিস না.....

আজ যে আমার পোষা টুসির

হবে খুশির বিয়ে,

দাওয়াত দে-সব পশু পাখির

কচ্ছপ ময়না টিয়ে।

সিংহ থাকবে থাকবে যে বাঘ

থাকবে শিয়াল মামা,

টুসির জন্য কিনে আন সব

শাড়ী গয়না জামা।

তারপর সুন্দর করে সকলে

কাজলের পুষি আর নয়নের টুসিকে

বিয়ের সাজে সাজালো। কাজিকে ডাকলো একসময় বিয়ে পড়ানোর জন্য। নয়ন আর কাজলের পাড়ার খেলার সাথীরা। তারা সব যার যার নিজেদের বাড়ি থেকে চাল, ডাল, আলু, আর টাকা তুলে। তারপর মাংস কিনে পুষি আর টুসির বিয়েতে ধুমধাম করে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করলো। মালা বদল করিয়ে সকলে মিলে খুব আনন্দের সাথে হৈ-হুল্লোড় করে পুষি আর টুসি খরগোশ ছানার বিয়ে দিল।

খরগোশ ছানার লাভ ম্যারেজ

ফারুক আহম্মেদ

বড় গল্প

পিকলুর স্বপ্নভঙ্গ

শংকর সাহা

বয়সে ছোটো হলেও আজ যেন পিকলু এপাড়ার সকলের পরিচিত নাম। কারো কোনো সমস্যা হলেই সবার আগে ডাক উঠত পিকলুর। কারো পেয়ারা খেতে ইচ্ছে হলে পিকলু কারো ওপাড়ার দোকান থেকে কিছু কিনে এনে দিতে সেও পিকলু। মুখ বুঝে এক নামে ডাক পড়ত পিকলুর। বাবা -মা হারা ছেলেটির এ জগত সংসারে নিজের বলতে এই হরিচরণ কাকাই শেষ সম্বল। হরিচরণ পিকলুর বাবার বন্ধু ছিলেন। তাই পিকলুর বাবা-মা মারা যাবার পরে হরিচরণ কাকার ওই দোকান ঘরটিই ছিল পিকলুর ঠিকানা। নিজের বলতে সেই দুকাঠা জমির উপরে ভাঙ্গা বাড়ি। পিকলু হরিচরণের চায়ের দোকানে কাজ করে। সারাদিন হড়ভাঙ্গা খাঁটুনির পরে দিনে দুমুঠো ভাত আর মাসের শেষে হাতে সামান্য পঞ্চাশ টাকা ধরিয়ে দেয় ।

হরিচরণ আজ বেঁচে নেই।

হরিচরণের গতবছর মৃত্যুর পর তার বড় ছেলে অগ্নিবেশ আজ বাবার সম্পত্তির মালিক। সারাদিন পিকলুর উপরে নানানরকম ফাইখরমাশ ফাটিয়ে নেয় অগ্নিবেশ। এইটুকু বয়সের ছেলেকে দিয়ে এমনভাবে খাটাতে তাদের বিবেকেও বাঁধেনা।

পিকলুর বাবা-মার কথা প্রায় মনে পড়ে। যে বয়সে ছেলেরা স্কুলে পড়ে, মাঠে খেলে সে বয়সে আজ পিকলু অনাথ। কষ্টের মধ্যে থাকলেও যেন সবসময় তার হাসিমুখ। কারো কোনো জিনিসের প্রতি তার বিন্দুমাত্র লোভ নেই। অগ্নিবেশ নানাভাবে পিকলুর জমিটি আত্মসাৎ করার চেষ্টা করে। সেদিন ছিল শুক্রবার।

অণুগল্প

পিকলু প্রতিদিনের মতো চায়ের দোকানে কাজ করছে হঠাতই পাড়ায় বিনোদ এসে পিকলুকে জানায় তাদের জমিতে কে যেন বেড়া দিচ্ছে। পিকলু ছুটে যায় নিজের পৈতৃক ভিটেয়। সেখানে গিয়ে সে দেখে অগ্নিবেশ উকিল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পিকলু জানতে চায়, “কাকু, আমাদের জমিটি কেন কেড়ে নিচ্ছন ?” পাশ থেকে অগ্নিবেশ হেসে বলে, “ ও তোর বাবা বেঁচে থাকতে অনেক টাকা ধারে নিয়েছিল। এখন তা সুদে আসলে অনেক হয়েছে। তুই কোনোদিনই সেটাকা দিতে পারবি না জানি।”

পিকলু সকলের পা ধরে অনুরোধ করে। কিনতু কেউ শোনেনা তার কথা। পরেরদিন ভোর হতেই শহরের ট্রেন ধরেই এক আজানা শহরের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয় পিকলু। দিশাহীন পথে আজ সে বড়ই একা। জানালার পাশ দিয়ে বাইরের জগতটাকে একভাবে তাকিয়ে দেখতে থাকে পিকলু। আকাশের পশ্চিমদিগন্তে মেঘগুলো যেন ছুটে ছুটে যাচ্ছে।

পিকলুর দুচোখে ভরে জল গড়িয়ে পড়ে। ট্রেনের কামরায় একজন তাল বিক্রি করছেন আজ জন্মাষ্টমী পুজো তাই।

ছোটোবেলার মার কথাগুলো আজ খুব মনে পড়ছে পিকলুর। মা বলতেন, ‘অক্ষর জ্ঞান শিখলেই অনেকেই মানুষ হয়ে ওঠেনা বাবা। মানুষের মনুষ্যত্ব তার ব্যবহারে’ দিন থাকতেই আজ যেন পিকলুর চারিপাশটা অন্ধকারে ঢেকে গেছে..।।

ভালোবাসা

আব্দুল রহিম

তোমাকে লিখতে চাইলেই লেখা যায়
বসন্তের প্রিয় ফুল তুমি
তার থেকে বেশি চেষ্টা করলে লেখা যায়
সন্ধ্যার অজানের সুর তুমি
না হয় লেখা যায়
ভালো থাকার অসুখ তুমি ।

তোমাকে নিয়ে বলতে চাইলেই
অনায়াসে বলে ফেলা যায়
মায়ের কণ্ঠের মতো প্রিয় কণ্ঠ তুমি
না হয় বলা যায়
তুমি পাশে বসলে
পৃথিবীর সব থেকে সুখী মানুষ আমি ।

তবে চেষ্টা করেও
তোমাকে নিয়ে সবটা লেখা যায় না
সবটা বলা যায় না
যতটুকু যায় ততটুকু খড়কুটো
বাকি থেকে যাওয়া অনুভূতিকে
আমার ঈশ্বর নাম দিয়েছে ভালোবাসা ।

সোনালী ভোর

এস ডি সুব্রত

সমস্ত এলোমেলো করে দেয়া
বিধ্বংসী ঝড়ও একসময় থেমে যায়
সব ঠিক হয় ভাবনার মতো
সুন্দর চাঁদ উঠে সুনীল গগণে
আলোয় আলোয় উদ্ভাসিত হয় পৃথিবী ,
যত কালো সব দূর করে
বিষন্ন রাতের আঁধার শেষ হয় একটা সময়
কাঙ্ক্ষিত সোনালী ভোর আসে
স্বপ্নের সিঁড়ি বেয়ে একদিন
স্বর্গের সুখ যেন এ ধরায় মেলে ।

ছড়া-ছড়ি

একদৃষ্টি

মহ: রাইহান

কিছু ভালোলাগা থেকে যায়
ট্রেনে, বাসে, ট্রামে
চোখে চোখ রেখে একঠায়
একে অপরকে দেখে।
কিছু বলতে চায় দুজনে
শেষ না হওয়া যাত্রায়,
তাদের স্মিতহাস্য চমৎকার
সুশীল হওয়ার চেষ্টায়।
কিছু অনুভূতি বোঝা যায়
সময়ের ব্যবধানে,
তাদের এই ভঙ্গিমা
চালিয়ে যায় এভাবে।
কিছু মৌনতা তাদের মাঝে
একটুকরো ভালোবাসা জাগিয়ে তুলে,
দুজনে প্রত্যাশা করে
এক হবে এ যাত্রার মাঝে।
লজ্জায় তাদের দৃষ্টি
আর পড়েনা চোখে,
কেউ কিছু বলতে চাইলে
অন্য কেউ মুখ ফিরিয়ে রাখে।
সময় চলে যায় এভাবেই
তাদের এই মৌনতায়
এ যাত্রার ছবিটুকু,
শেষ দেখা ভুলে যায়।

বাংলার রূপ

শারমিন নাহার

সকালবেলা শিশির কণা
মুক্ত হয়ে ঝরে,
টাপুরটুপুর টিনের চালে
বৃষ্টির মতো পড়ে।
খেঁজুর গাছে ঝুলছে হাঁড়ি
রসের মিষ্টি ঘ্রাণে,
মৌমাছিরা ছুটে আসে
খেঁজুর রসের টানে।
সরিষা ফুলে মৌমাছিরা
ওড়াউড়ি খেলে,
প্রজাপতি মনের সুখে
দুটি ডানা মেলে।
খোকা খুকু শীতে কাঁপে
রসের পায়েস খেয়ে,
সূর্যমামা দেয় যে উঁকি
ঘাসের পানে চেয়ে।

শেষের চাওয়া

আশিক ফয়সাল

কোন বিকেলে থামবে জীবন,
কখন নেব বিদায়
ফুরিয়ে যাওয়ার আসলে সময়
আমার বলো কি দায়?
রশ্মি শেষে থামবে জীবন
করবে বরণ মরণ
এই ভুবনে পড়বে না আর
আমার দুটো চরণ।
জন্ম থেকে চোখের পলক
পড়ে ক্রমাগত
শেষের পলক পড়লে চোখের
প্রাণটা হবে গত।
সুখের স্মৃতির মায়া জালের
সূক্ষ্ম সকল রশি
এক নিমেষে ছিন্ন হবে
পড়বে ঝরে খসি ।
সঞ্চিত সব ব্যাথা যতো
আমার থেকে পাওয়া
বিদায় ক্ষণে ভুলে যেও
এটাই শেষের চাওয়া।

লোভ

সাঈদুর রহমান

চান্দু মিয়ার চাকরি গেছে
রাস্তায় বসে কান্দে,
ঘুসের টাকা নিতে গিয়ে
পড়ছে ব্যাটা ফান্দে।
হাতেনাতে পড়ছে ধরা
কপাল গেছে পুড়ে,
কান্নাকাটি করছে মিয়া
অফিস হতে দূরে।
লোভের জন্য চাকরি গেলো
চাকুরি গেলে বুঝে,
অফিস অফিস ঘুরে ঘুরে
পায়না চাকরি খুঁজে।
চাকরি পেতে ঘুসের দাবি
বুঝে হাড়ে হাড়ে,
নিজের কানটা নিজেই ধরে
কান্দে বারে বারে।

ক্ষুধার্ত শিশু

মহ. মোসাররাফ হোসেন

শীতের সন্ধ্যা
উঠুন জুড়ে সুজনি কাঁথার মতো বিছানো হলুদ পাতা
বাউলের কণ্ঠে বাংলা ভাষায় উচ্চারিত হয় গান
কাঁকে কলস পুকুর থেকে জল তুলে আনে কিশোরী

পাশে বসে থাকে ক্ষুধার্ত শিশু
উনুনে জ্বাল দেয় বধূ
অন্ধকার নামার আগে
ভাত থেকে ফ্যান নামাতে হবে

একদল মানুষ
টিকি দাড়ি পৈতাতে ধর্ম খোঁজে
ধর্মের নামে হানাহানি করে
মনুষ্যত্বের কথা কেউ বলে না আর

অন্ন বস্ত্র বাসস্থান নয়,
ঢের দাবি উঠে মন্দির মসজিদের
জীর্ণ সংকীর্ণতাকে ফেলে
ক্ষুধার্ত শিশুকে তুলে নিই কোলে !

বই পোকা

আসগার আলি মণ্ডল

বই-এর মেলা,বই পোকা সব ঘুরছে সুখে
গন্ধ বই-এর বেশ সোঁদা তাই হাসি মুখে।
পছন্দের বই খুঁজে নিতে উপচানো ভীড়
স্টলে তাই দীর্ঘ লাইন নেই মনে চিড়।

গল্প নতুন,উপন্যাস বা গুচ্ছ ছড়া
কিনবে আগে কোন বইটা খোঁজার তাড়া।
হই হুল্লোড় চেঁচামেচি কচিকাঁচার
ধূম লেগেছে পছন্দ সই খাবার বাছার।

লক্ষ পাঠক,উড়ছে ধুলো মেলার মাঠে
কেউ বা ব্যকুল মুক্ত মঞ্চে ছড়া পাঠে।
বই প্রকাশে ব্যস্ত লেখক,ব্যস্ত কবি
গান-গল্প,নৃত্য-নাটক চলছে সব-ই।

তৃতীয় স্তরের দলের বিপক্ষেও ঘাম ঝরিয়ে জিতল ম্যান সিটি

আপনজন ডেস্ক: লেইটন অরিয়েন্ট ১ : ২ ম্যান সিটি

ভুলে যাওয়ার মতো এক মৌসুম পার করছে পেপ গার্দিওলার ম্যানচেস্টার সিটি। এমনকি তৃতীয় স্তরের দলের বিপক্ষেও হারের আতঙ্ক নিয়ে পার করতে হচ্ছে অর্ধেকের বেশি সময়। আজ শনিবার এফএ কাপের চতুর্থ রাউন্ডের ম্যাচে লেইটন অরিয়েন্ট নামের অখ্যাত দলের বিপক্ষে ৫৫ মিনিট পিছিয়ে ছিল সিটি।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য অঘটন শিকার হতে হয়নি বর্তমান লিগ চ্যাম্পিয়নদের। আবদুকোদির খুসানভ ও কেভিন ডি ব্রুইনার গোলে ২-১ ব্যবধানের জয় নিয়েই মাঠ ছেড়েছে সিটি।

লেইটনের মাঠ ব্রিসবেন রোডে শুরু থেকেই বলের দখল ছিল সিটির কাছে। কিন্তু আক্রমণগুলোকে পরিণতি দিতে পারছিল না তারা। এর মধ্যে ১৬ মিনিটে অবিশ্বাস্য এক গোলে পিছিয়ে পড়ে ইতিহাদের ক্লাবটি।

প্রায় ৪৫ গজ দূরে বল পেয়ে সেখান থেকেই শট নেন জেমি ডনলি। সামনের দিকে এগিয়ে আসা সিটি গোলরক্ষক ওর্তেগা পিছিয়ে গিয়েও বলের নাগাল পাননি। ওপরের পোস্টে লেগে বল অবশ্য বাইরের দিকেই চলে আসছিল, কিন্তু ওর্তেগার গায়ে লেগে দিক পরিবর্তন করে জড়িয়ে যায় জালে।

রেফারি তাই আত্মঘাতী গোলই দিয়েছেন। চোখধাঁধানো এই গোলেই এগিয়ে যায় লেইটন।

পিছিয়ে পড়ার পর ম্যাচে ফেরার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে সিটি। আক্রমণের পর আক্রমণে গিয়ে কাঁপিয়ে দেয় প্রতিপক্ষকে। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত গোলটি মেলেনি কোনোভাবেই। পিছিয়ে থেকেই গার্দিওলার দলকে যেতে হয়েছে বিরতিতে। শেষ পর্যন্ত ৫৬ মিনিটে খুসানভের গোলে সমতায় ফেরে তারা। এরপর সিটিকে ৭৯ মিনিটে দ্বিতীয় গোলটি এনে দেন ডি ব্রুইনা। শেষ পর্যন্ত কষ্টের এক জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে টানা চারবারের প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়নরা।

ভিনিসিয়ুসকে সৌদি ক্লাবে যেতে না দিতে নতুন যে কৌশল নিল রিয়াল

আপনজন ডেস্ক: ভিনিসিয়ুস জুনিয়রকে কেনার জন্য সৌদি প্রো লিগ রীতিমতো কোমর বেঁধে নেমেছে। একের পর এক চোখধাঁধানো অর্থ প্রস্তাবও দিয়ে যাচ্ছে তারা। জানুয়ারির শেষ দিকে ইএসপিএন জানায়, ভিনিসিয়ুসকে পেতে ৫ বছরে প্রায় ১০০ কোটি ইউরো বা ১২ হাজার ৬৬৪ কোটি টাকার প্রস্তাব দিয়েছে সৌদি আরবের ক্লাব। এর সঙ্গে ৩০ কোটি ইউরোর দলবদল ফি তো আছেই। এমন পরিস্থিতিতে সবার আগ্রহ এখন এত বড় অঙ্কের প্রস্তাবে ভিনিসিয়ুসের অবস্থান কেমন হয়, সেদিকে। যদিও ভিনির জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়াটা মোটেই সহজ নয়। একদিকে সৌদি আরবের বিপুল অর্থের হাতছানি, অন্য দিকে রিয়াল মাদ্রিদের মতো ক্লাবের হয়ে সাফল্যের চূড়ায় ওঠার হাতছানি। এর মধ্যে কোনো একটাকে বেছে নেওয়া ভিনিসিয়ুসের জন্য কঠিনই হওয়ার কথা। সৌদি ক্লাবগুলো যখন ভিনিসিয়ুসকে নিয়ে এমন অনড় অবস্থানে, তখন সময়ের আগেই ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গারের চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর দর-কষাকষিতে নেমেছে রিয়াল কর্তৃপক্ষ। ভিনিসিয়ুসের সঙ্গে রিয়ালের বর্তমান চুক্তির মেয়াদ ২০২৭ সালের জুন পর্যন্ত। স্প্যানিশ ক্লাবগুলো সাধারণত চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার দুই বছর আগে থেকে নবায়ন নিয়ে দর-কষাকষিতে নামে। কিন্তু ভিনিসিয়ুসের জন্য নিজেদের সেই ধারা থেকে সরে এসেছে রিয়াল। এবার তারা আরেকটু বেশি সময় হাতে নিয়ে দর-কষাকষিতে নেমেছে। যাতে চুক্তি নবায়নের বিষয়ে দ্রুত সমঝোতায় পৌঁছানো যায়।

সূত্রের বরাত দিয়ে ইএসপিএন জানিয়েছে, ভিনিসিয়ুসের প্রতিনিধির সঙ্গে এরই মধ্যে আলাপ শুরুর প্রস্তুতি নিয়েছে রিয়াল। বেতন-ভাতাসহ অন্যান্য বিষয় নিয়ে দ্রুত আলাপ চূড়ান্ত করতে চায় তারা। সূত্র অবশ্য পুরো বিষয়টি এখনো প্রাথমিক অবস্থায় আছে বলেও জানিয়েছে। আর ভিনিসিয়ুসের প্রতিনিধিরাও এখনো আনুষ্ঠানিক কোনো প্রস্তাব পাননি।

এদিকে ভিনিসিয়ুস যে বর্তমান চুক্তি নিয়ে খুশি নন, সেটিও নিশ্চিত করেছেন ভিনিসিয়ুসের প্রতিনিধিরা। তা ছাড়া তাড়াহুড়া করে কোনো সিদ্ধান্তেও পৌঁছাতে চান না তিনি। আরেক সংবাদমাধ্যম দ্য অ্যাথলেটিক অবশ্য এরই মধ্যে ভিনিসিয়ুসকে রিয়ালের চুক্তি নবায়নের প্রস্তাব দেওয়ার কথা জানিয়েছে। তবে রিয়ালের প্রস্তাবিত অর্থ ভিনিসিয়ুসের প্রতিনিধিদের কাছে একেবারেই যথেষ্ট মনে হয়নি। বলেছিলেন, তিনি আরও অনেক দিন রিয়ালে থাকতে চান। নিজের এমন ইচ্ছার কথা জানিয়ে সে সময় ভিনিসিয়ুস বলেন, 'আমার জন্য ১০০ গোলে পৌঁছানো এবং ক্লাবের ইতিহাসের অংশ হওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ।' এখন শেষ পর্যন্ত অর্থের হাতছানি দূরে ঠেলে ভিনিসিয়ুস ইতিহাসের অংশ হয়ে থাকতে চান কি না, সেটাই দেখার অপেক্ষা।

আবার হার, কোনওভাবেই অন্ধকার কাটছে না মহামেডানে

মোস্তাফিজুর রহমান ● হায়দ্রাবাদ

আপনজন: *হায়দ্রাবাদ এফসি-৩ (ডিসুজা, রামলুংচুঙ্গা, সানি) মহামেডান-(মাকান ছোটে)।*

ছন্নছাড়া ফুটবলে মহামেডানে সান্ত্বনা একটাই;-অবনমন নেই। অবনমন থাকলে নির্ঘাত মহামেডানের কপালের দুঃখ ছিল। শনিবার নিজামের শহরে পরিষ্কার ৩-১ গোলে পর্যুদস্ত হল মেহরাজের মহামেডান। এ যেন হারের জন্য অপেক্ষা।মূলতঃ ভারতীয় ফুটবলে বিদেশিরা পার্থক্য গড়ে দেয়।কিন্তু মহামেডান ধরে এনেছে অচল আধুলি। ফলে হারের পর হারের কাঁটায় বিদ্ধ সমর্থকরা।

লাস্ট তিন ম্যাচে ১০ গোল খেল মহামেডান। সুতরাং এ দলের কঙ্কাল যে বেরিয়ে গেছে,তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

এদিন গাচ্চিবাউলি স্টেডিয়ামে ডিসুজা মিরিন্ডার গোলে পিছানো শুরু সাদাকালো ব্রিগেডের।যদিও গোলটি মহামেডান কিপার ভাস্করের উপহারও বলা যায়।নির্বিষ শট হাত ফস্কালেন।প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে রামলুংচুঙ্গার আবার পিছোয় ফ্রাঙ্কা,অ্যালেক্সিসরা।

যদিও দ্বিতীয়ার্ধের ৭৮ মিনিটে মাকান ছোটের স্করপিয়ন কিকে ১ টি গোল শোধ করে মহামেডান।কিন্তু সেটা যথেষ্ট ছিল না।অতিরিক্ত সময়ে আবার পিছোয় কলকাতার দলটি।গোল করেন জোসেফ সানি।গোলসংখ্যা বাড়তো এই সানি একের বিরুদ্ধে এক পরিস্থিতিতে মিস না করলে।

ছাবঘাটি কেডি স্কুলে এমএলএ কাপ

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: টানটান উত্তেজনার আবহে হাজার হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে মুর্শিদাবাদের সুতির ছাবঘাটি কেডি বিদ্যালয় ময়দানে সম্পন্ন হল সুতি এমএলএ কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। বিধায়ক ঈমানী বিশ্বাসের উদ্যোগে এই খেলা ঘিরে দর্শকদের ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ করা যায়। ফাইনালে বাজিতপুর জিপি টিমকে ৭২ রানে হারিয়ে জয়লাভ করে সাদেকপুর জিপি টিম। ইন্টারন্যাশনাল লেভেলের সুতি এমএলএ কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট খেলায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিদ্যুৎ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আখরুজ্জামান, জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার এসপি আনন্দ রায়, জঙ্গিপুর লোকসভার সাংসদ খলিলুর রহমান, সুতির বিধায়ক ঈমানি বিশ্বাস, ফারাক্কার প্রাক্তন বিধায়ক মইনুল হক, সুতি-২ ব্লক আধিকারিক হুমায়ুন কবীর, সুতি থানার ওসি বিজন রায়, সুতি-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাহানাজ বিবি, সুতি-১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি সেরাজুল ইসলাম সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। উদ্বোধনী পর্বের পরেই টসে জিতে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সাদেকপুর জিপি টিম। প্রথমে ব্যাট করে ১৯৮ রান তুলতে সক্ষম হয় সাদেকপুর জিপি টিম। পাল্টা খেলতে নেমে ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়ে বাজিতপুর জিপি। একের পর এক উইকেট পতনে নির্দিষ্ট ওভারের আগেই ১০ উইকেট হারিয়ে মাত্র ১২৬ রান তুলতে সক্ষম হয়। জয়লাভের পরেই দর্শকদের ব্যাপক উচ্ছ্বাস লক্ষ করা যায়। সকলের উদ্দেশ্যে বার্তা দেন বিদ্যুৎ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আখরুজ্জামান। সবশেষে সুতি এমএলএ কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট কমিটির পক্ষ থেকে জয়ী টিমকে ৮০ হাজার টাকা এবং রানার্স টিমকে ৬০ হাজার টাকা প্রদান করার সাথে দুই টিমকে ট্রফি দিয়ে সম্মাননা জানানো হয়। ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ এবং ম্যান অফ দ্যা সিরিজকেও সংবর্ধিত করা হয়।

রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনীর উদ্যোগে ক্রীড়ানুষ্ঠান

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনীর গুরুদাস পুর অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে খুনিয়াপুকুর গ্রামে অনুষ্ঠিত হলো ৪ তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, শীতবস্ত্র বিতরণ সহ বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ নিয়ে সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয় শনিবার।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইমাম মুয়াজ্জিন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক,জেলা পরিষদের সদস্য মাগরিব সরকার,সহ কমিটির সকল সদস্য গণ। এদিনের খেলার মাধ্যমে প্রতিবন্ধীরাও অনেক কিছু পারে সেই বার্তা দেওয়া হয়।পাশাপাশি এলাকার অসহায় দুঃস্থ মানুষদের হাতে শীতের মৌসুমে শীতবস্ত্র হিসাবে কম্বল উপহার দেওয়া হয়।এদিনের অনুষ্ঠানের সকল অতিথিরা তাদের বক্তব্যর মধ্য খেলা সহ বাল্য বিবাহের বিষয়ে আলোচনা করে বলেন আমরা যদি সকলে চেষ্টা করি তাহলে সমাজে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটবে না এবং বাল্য বিবাহের মত অপরাধ অনেক টায় কমে যাবে,তাই আমরা যদি এই মঞ্চ থেকে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হয় তাহলে আগামীতে আমাদের সমাজে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটবে না বলে আশাবাদী সকল অতিথিগণ।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জিতলেই হবে না, হারাতে হবে ভারতকেও: শেহবাজ

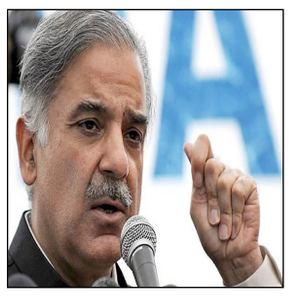

আপনজন ডেস্ক: ক্রিকেট মাঠে মুখোমুখি ভারত-পাকিস্তান, ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় বিজ্ঞাপন তো এটাই। তবে আজকাল আইসিসি ও এসিসি আয়োজিত টুর্নামেন্ট ছাড়া দুই দলের দেখাসাক্ষাৎ হয় না। কারণ যে রাজনীতি, সেটি না বললেও চলে। 'চিরশত্রু' সেই দুই দল এবার মুখোমুখি হতে যাচ্ছে চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে। ২৩ ফেব্রুয়ারি দুবাইয়ে গ্রুপ পর্বে মুখোমুখি হবে দুই দল। সেই ম্যাচ নিয়ে এবার উত্তেজনার পারদ আরও চড়েছে। খোদ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীও যোগ দিয়েছেন কথার লড়াইয়ে।

শুক্রবার চ্যাম্পিয়নস ট্রফি উপলক্ষে সংস্কার কাজ শেষে নতুন করে 'উদ্বোধন' হয়েছে লাহোর গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে। সেই অনুষ্ঠানেই দেশটির প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফ পাকিস্তান দলকে জানিয়ে দিয়েছেন তাদের আসল কাজ কী।

কী কাজ সেটি শুনুন শেহবাজ শরীফের জবানিতেই, 'আমাদের দলটা খুবই ভালো। সাম্প্রতিক সময়ে তারা ভালোও করেছে। তবে আসল কাজটা শুধু চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জয়ই নয়, আমাদের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতকে দুবাইয়ের ম্যাচে হারাতেও হবে। পুরো দেশ তোমাদের পাশে আছে।'

এমনিতেই রাজনৈতিক কারণে ক্রিকেটীয় সম্পর্ক নাজুক। এবার তা আরও ভঙ্গুর হয়েছে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি আয়োজন নিয়ে জটিলতায়। যে জটিলতা বেড়েছে ভারতের কারণেই। পাকিস্তান চ্যাম্পিয়নস ট্রফির স্বাগতিক। ভারত সরকার সীমান্তের ওপারের দেশটিতে পাঠাতে চায়নি দল। তাতে প্রথমবারের মতো পাকিস্তানে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি আয়োজন ভেস্তে যেতে বসেছিল। শেষ পর্যন্ত 'হাইব্রিড মডেলে' পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড রাজি হওয়াতেই রক্ষা। ভারত সব ম্যাচই খেলবে পাকিস্তানের বাইরে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে। তাই স্বাগতিক হয়েও পাকিস্তান ভারতের বিপক্ষে খেলবে দুবাইয়ে। ভারত ফাইনালে উঠলে সেই ম্যাচও পাকিস্তানে না হয়ে হবে দুবাইয়ে। পাকিস্তান তো একটু তেতে থাকতেই পারে।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফি দিয়েই ১৯৯৬ সালের পর প্রথমবার বৈশ্বিক কোনো টুর্নামেন্টের আয়োজক হয়েছে পাকিস্তান।

অন্ধ্রপ্রদেশে মার্শাল আর্টে পুড়শুড়ার ছাত্র-ছাত্রীরা পেল স্বর্ণপদক ও রৌপ্যপদক

আপনজন ডেস্ক: এই দুইদিন অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনম এ রাজীব গান্ধী ইনডোর স্টেডিয়ামে খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। খেলাটি উদ্বোধন করেন ভিসাখাপত্তনম ইস্ট এর এমএলএ এবং ফিল্ম এক্টার সুমন তলোয়ার জি। এই খেলায় ভারতসহ নেপাল ভুটান বাংলাদেশ শ্রীলংকা সিকিম পাকিস্তান এবং আরো কয়েকটি দেশের মোট ২০০০ এর কাছাকাছি খেলোয়াড়রা অংশগ্রহণ করেছিল। ভারতের খেলোয়াড় ছিল প্রায় ৪০০ কাছাকাছি। সেখান থেকে পশ্চিমবঙ্গ থেকেই অংশগ্রহণ করেছিল ৬০-এর বেশি।

পশ্চিমবঙ্গের পুড়শুড়া মিক্সড মার্শাল আর্ট একাডেমীর ছাত্র-ছাত্রীরা টা স্বর্ণপদক বারোটা রুপো পদক এবং আটটা ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করেছে।

তার মধ্যে কাতায় এবং কুমিতিতে রৌপদক অর্জনকারী পুড়শুড়া মিক্সড মার্শাল আর্ট একাডেমির ছাত্রী জিনাত সুলতানা। এই দুইদিন খেলা চলাকালীন স্টেডিয়ামে উপস্থিত ছিলেন পরশুরাম মার্শাল আর্ট একাডেমির প্রেসিডেন্ট সেনসাই রহমতুল্লাহ মোল্লা এবং আরো চারজন ইনস্ট্রাক্টর।

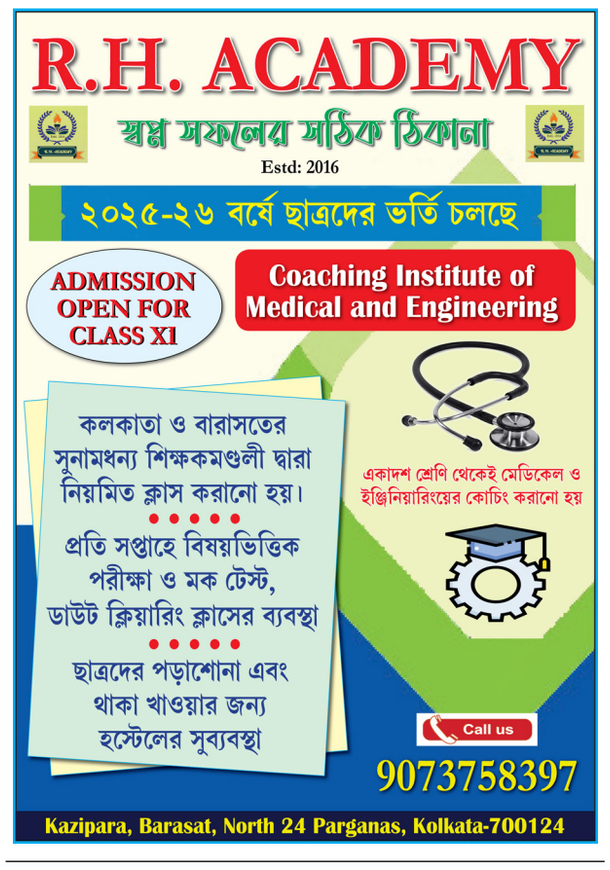

মুর্শিদাবাদ জেলা ক্রীড়ার চারটি ইভেন্টে সেরা সামশেরগঞ্জের তিন ছাত্র-ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলা স্তরিয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সকলকে চমক দিয়ে চারটি ইভেন্টে সেরা সামশেরগঞ্জের তিন ছাত্র'ছাত্রী। আলু দৌড়, ১০০ মিটার ও ২০০ মিটার দৌড়ে জেলায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে সামশেরগঞ্জের ধুলিয়ান চক্রের ছাত্রী রাহিদা খাতুন, রেশমি খাতুন এবং আরনাজ শেখ। শুক্রবার বহরমপুরে প্রতিযোগিতায় সাফল্য আসতেই উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যায় সামশেরগঞ্জে। শনিবার সকালে নিজস্ব বাসভবনে ডেকে তিন ছাত্র-ছাত্রীকেই সংবর্ধনা প্রদান করেন সামশেরগঞ্জের বিধায়ক আমিরুল ইসলাম। পাশাপাশি স্কলারশিপও প্রদান করেন বিধায়ক। এসময় উপস্থিত ছিলেন ধুলিয়ান চক্রের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার কনভেনর আবু বারকাত শাহ আলম সহ অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকারা। উল্লেখ করা যেতে পারে, গত ২৭ সে জানুয়ারি পুটিমারি ফিডার ক্যানেল ময়দানে জমজমাট আবহে সামশেরগঞ্জের ধুলিয়ান চক্রের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিধায়ক আমিরুল ইসলামের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং আবু বরকত শাহ আলমের কনভেনারে সম্পূর্ণ হয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। সেখান থেকেই প্রথম স্থান অধিকারীরা মহকুমা এবং পরবর্তীতে জেলায় খেলার সুযোগ পান। শুক্রবার জেলা স্তরের এই খেলায় মুর্শিদাবাদ জেলার পাঁচটি মহকুমার ৪১ টি চক্রের প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করেন। ৩৪ টি ইভেন্টে মোট ৩৪ জন সেরা হয়ে রাজ্যে খেলার সুযোগ পান। কিন্তু সকলকে অবাক করে দিয়ে সামশেরগঞ্জের ধুলিয়ান চক্র থেকেই চারটি ইভেন্টে রাজ্যে খেলার সুযোগ পেয়েছেন ছাত্র-ছাত্রীরা। আর তাতেই কার্যত উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যাচ্ছে সামশেরগঞ্জের শিক্ষক মহলে। ধুলিয়ান চক্রের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার কনভেনার আবু বরকত শাহ আলম জানিয়েছেন, ধুলিয়ান চক্রের ইতিহাসে এই প্রথম এত সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী রাজ্য স্তরে খেলার সুযোগ পেল। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। বিধায়কের পক্ষ থেকে তাদেরকে স্কলারশিপ এবং সংবর্ধিত করলাম। শুধু তাই নয়, ৬ এবং ৭ ই ফেব্রুয়ারি খেলার আগের দিন তাদের শিবিরে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করেন আবু বারকাত শাহ আলম। সূত্রের খবর, সামশেরগঞ্জের রঘুনন্দনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় এ আলু দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছে রাহিদা খাতুন নামে এক ছাত্রী। অন্যদিকে অদ্বৈতনগর প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ১০০ মিটার গ বিভাগে এবং ২০০ মিটারে প্রথম স্থান অধিকার করে রেশমি খাতুন। পাশাপাশি সাহেবনগর-২ প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে খ বিভাগে সেরা হয়েছে আরনাজ শেখ নামে এক ছাত্র।

মহামেডানের উদ্যোগে ভলিবল রাজনগরে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: বীরভূমের রাজনগর ব্লকের আড়ালি গ্রামে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে শনিবার একদিনের ভলিবল টুর্নামেন্ট আয়োজিত হয়। এই টুর্নামেন্টে স্থানীয় এলাকাসহ আশেপাশের আটটি দল অংশগ্রহণ করে। ফিতে কেটে টুর্নামেন্টের শুভ সূচনা করেন এলাকার বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ কাজী ফিরোজ। উদ্বোধনী ম্যাচটি শুরু হয় বারুদখানা বনাম রাজনগর বাজার ভলিবল টিমের মধ্যে।

ফাইনালে বারুদ খানা ভলিবল টিমকে হারিয়ে জয়ী হয় রাকেশ ইলেভেন ভলিবল টিম। ফাইনালে জয়ী টিমকে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে একটি আকর্ষণীয় ট্রফি সহ পাঁচ হাজার টাকা এবং রানার্স টিমকে একটি আকর্ষণীয় ট্রফি সহ তিন হাজার টাকা পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হয় ।পাশাপাশি ম্যান অফ দ্য ম্যাচ, ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট সহ বিভিন্ন পুরস্কার প্রদান করা হয়। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ কাজী ফিরোজ, আবুল ফজল খান, সমাজসেবী নৌসের খান, সামিউল আক্তার, নিয়াজ উদ্দিন খান, মাওলানা জাবির খান সহ অন্যান্যরা।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**